নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

২য় বর্ষ ‖ ২য় সংখ্যা ‖ ৯ মার্চ ২০১১ ‖ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ‖ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ০৩ email: jatiodak@gmail.com

সরল মন্তব্য

"পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন ধরনের সেনা শাসন চলছে তা আমাদের দেখিয়ে দিন।" কাউখালিতে ২৮ ফেব্রুয়ারী বিশেষ আইন-শৃঙ্খলা সভায় রাঙামাটি রিজিওনাল কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজিম উদ্দীন পিএসসি।

আপনি বা অন্যান্য সেনা কমান্ডাররা যে সব জেলা-উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা মিটিঙে উপস্থিত থাকেন সেটাই তো সেনাশাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিন্ন দেশের আর কোথায় এমনটা হতে দেখা যায়?

লংগুদুতে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা, ২৩টি বাড়ি ভষ্মিভূত

‖ রাঙামাটি প্রতিনিধি ‖

রাঙামাটির লংগুদুতে সেটলার বাঙালিদের হামলায় গুলশাখালী ইউনিয়নের রঞ্জিতপাড়া ও বগাচতর ইউনিয়নের রাঙ্গীপাড়া এলাকায় একটি পাড়া কেন্দ্রসহ পাহাড়িদের ২৩টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। সাবের আলী নামে এক সেটলারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঐ হামলা চালানো হয়। হামলায় বিজিবি'র সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা দেয় বলে স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেছেন। লংগুদুর জনৈক ইউপি চেয়ারম্যানের উদ্বৃতি দিয়ে রাঙামাটির এক সাংবাদিক জানান, "বিজিবি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটেলাররা জুম্মদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।" হামলাকারী সেটলাররা অগ্নিসংযোগ ছাড়াও পাহাড়িদের ঘরে ব্যাপক লুটপাট চালায় ও চার জনকে মারধর করে।

উক্ত হামলার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ ১৮ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ১৯ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটি জেলাব্যাপী সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচী পালন করে।

ঘটনার সূত্রপাত:

স্থানীয়রা জানান, ১৫ ফেব্রুয়ারি গুলশাখালী ইউনিয়নের রহমতপুর গ্রাম থেকে সাবের আলী ও মো: শহীদ নামে দুই সেটেলার বাঙালি গুলশাখালী এলাকায় জঙ্গল থেকে ফুলঝাড়ু সংগ্রহ করতে যায়। তাদের মধ্যে মো: শহীদ ঘরে ফিরলেও সাবের আলী ফিরেনি। বুধবার সকালে সাবের আলীর লাশ জুম্ম অধ্যুষিত রাঙ্গিপাড়া গ্রামের রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার জন্য স্থানীয় সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়িদের দায়ী করলেও তার স্বপক্ষে তারা কোন তথ্য সরবরাহ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে খাগড়াছড়ির চঞ্চুমনি চাকমা লংগুদু ঘুরে এসে জানান, "ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় অনেক বাঙালি আমাদের বলেছেন সাবের আলী নামে যে বাঙালির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে সেই সাবের আলীর মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক মৃত্যু। তিনি হাইপ্রেসারসহ বিভিন্ন রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন। তাকে পাহাড়িরা মেরে ফেলেনি। অনেক বাঙালি বলেন যে, এ ধরনের ঘটনা সৃষ্টি না করার জন্য তারা বলেছিলেন।" গুলশাখালী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবু তালেব চুঞ্চুমনি চাকমার নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি থেকে যাওয়া পরিদর্শন টিমকে বলেন: "সাবের আলীর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছে। আমি দাফন করার জন্য আর্থিকসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতার কথাও বলেছি। কিন্তু তারপরও এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ঘটনা ঘটিয়েছে।"

সাবের আলীর লাশ ২য় পাতায় দেখুন

লংগুদু হামলার প্রতিবাদে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত, কুদুকছড়িতে গণহারে মারধর

‖ রাঙামাটি প্রতিনিধি ‖

রাঙামাটির লংগুদুতে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলার প্রতিবাদে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর ডাকে রাঙামাটি জেলায় ১৯ ফেব্রুয়ারী শনিবার অর্ধ দিবস সড়ক ও নৌপথ অবরোধ পালিত হয়েছে।

তবে অবরোধ কর্মসূচী বানচাল করতে সেনাবাহিনী ১৮ ফেব্রুয়ারী রাত থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী সকাল পর্যন্ত কুদুকছড়ির বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে গণহারে লোকজনকে মারধর করে। এদের মধ্যে ২১ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

সেনা সদস্যরা ১৮ তারিখ রাতে কুদুকছড়ি হেডম্যান পাড়ায় শুক্ররাজ চাকমা (৪০), জ্ঞান রাজ চাকমা (৩৮), বীরেন্দ্র চাকমা ওরফে জামুরো (৩০) ও শান্তি প্রিয় চাকমা এই চার ব্যক্তিকে মারধর করে। এছাড়া কুদুকছড়ি মধ্য পাড়ায় সেনারা হানা দিলে সেখানে পাঁচ ব্যক্তি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। এরা হলেন রাঙাচান চাকমা পিতার নাম চাম্পু চাকমা, গ্রাম নাড়েইছড়ি, দিঘীনালা; তিনি কুদুকছড়ি মধ্যপাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন; সজীব চাকমা (২২) পিতার নাম সুরেন্দ্রলাল চাকমা; বান্দজ্যা চাকমা (২৫) পিতার নাম বুদ্ধ চরণ চাকমা; মেঘনাদ চাকমা (৩২) পিতার নাম কৃপাধন চাকমা; ও এসএসসি পরীক্ষার্থী নিপন চাকমা (১৭) পিতার নাম কৃপাধন চাকমা।

অপরদিকে, ১৯ ফেব্রুয়ারী সকাল আনুমানিক সাড়ে ন'টার দিকে সেনাবাহিনীর একটি দল কুদুকছড়ি খামার পাড়ায় গিয়ে দশ পাহাড়িকে মারধর করে। এরা হলেন মঙ্গল দাশ চাকমা, ২০, পিতার নাম কৈলাশ দাশ চাকমা, রূপাঞ্জন চাকমা, ২৫, পিতার নাম ধর্ম চন্দ্র চাকমা, তঙ্গ মনি চাকমা, ৪৫, পিতার নাম বাত্যা চাকমা, সোনারে চাকমা, ১৭, পিতার নাম অর মনি চাকমা, মিন্টু চাকমা, ১৮, পিতার নাম কালা রাম চাকমা, প্রীতি ময় চাকমা, ৩০, পিতার নাম বিনয় ভূষণ চাকমা, বিটন চাকমা, ১৮, পিতার নাম মনি চাকমা, মঙ্গল রাজ চাকমা, ২২, পিতার নাম তত্তুরো চাকমা, কিষ্ট রাজা চাকমা, ৩০, পিতার নাম তুত্তুরো চাকমা ও যামিনী ২য় পাতায় দেখুন

লক্ষীছড়িতে জেএসসি পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেনা হামলা

‖ লক্ষীছড়ি প্রতিনিধি ‖

লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলী ইউনিয়নের চাল্যাতলীতে জেএসসি ও প্রাইমারী স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় সেনারা হামলা চালালে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে আগত অভিভাবকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এতে লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কঃ সালাউদ্দীন আল মুরাদসহ বেশ কয়েকজন সেনা সদস্যও আহত হন বলে জানা গেছে।

গত ৪ মার্চ দুপুর সাড়ে বারটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে।

জানা যায়, লেঃ কঃ সালাউদ্দীন আল মুরাদের নেতৃত্বে লক্ষীছড়ি জোনের একটি সেনাদল তিনটি পিক আপে করে সদর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে চাল্যাতলী গিয়ে অনুষ্ঠান স্থল ঘিরে ফেলে। তখন অনুষ্ঠান চলছিল। সৈন্যরা আয়োজকদের কাছ থেকে ভিডিও ক্যামেরা কেড়ে নেয় ও সবাইকে চলে যেতে বলে। আয়োজকরা ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

লংগদু হামলার প্রতিবাদ সমাবেশে হামলা রাঙামাটিতে অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ ঘোষণা

‖ জাতীয় ডাক রিপোর্ট ‖

রাঙামাটি জেলার লংগুদুতে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাঙামাটির কুদুকছড়ি, খাগড়াছড়ি ও ঢাকায় বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভ চলাকালে রাঙামাটির কুদুকছড়িতে ভিডিপি ও সেনা হামলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের এক নেত্রী আহত ও এক ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। সংখ্যালঘু জাতির মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ছাত্র জমায়েত কর্মসূচী স্থগিত রেখে উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। একই ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটি জেলায় অর্ধ দিবস সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়া হয়।

রাঙামটি

লংগুদু হামলার প্রতিবাদে রাঙামাটির কুদুকছড়িতে ইউপিডিএফ আহূত বিক্ষোভ মিছিলে ভিডিপি সদস্যরা হামলা চালালে হিল উইমেন্স ফেডারেশেনের নেত্রী বিপাশা চাকমা গুরুতর আহত হন। তাকে ২য় পাতায় দেখুন

মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে পিসিপির কাশ বর্জন কর্মসূচি পালিত

‖ জাতীয় ডাক, ২০ ফেব্রুয়ারী ‖

জাতিসত্তার নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করাসহ শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে আজ ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ডাকা কাশ বর্জন কর্মসূচি স্বত:স্ফুর্তভাবে পালিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা সদরসহ উপজেলার অধিকাংশ স্কুল-কলেজে তেমন কোন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হয়নি। এছাড়া রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার স্কুল-কলেজেও স্বত:স্ফুর্তভাবে কাশ বর্জন কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

পিসিপি প্রথমে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৎকালীন উপমন্ত্রী এবং পরে ১৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রীর কাছে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকারসহ ৫ দফা দাবি ৭ম পাতায় দেখুন

সাজেক-খাগড়াছড়িতে সেটলার হামলায় নিহতদের স্মরণে হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন

‖ খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ‖

২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পাহাড়িদের গ্রামে সেটলার হামলার ১ম বার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিহারে হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গত বছর এই দিনে সেটলাররা খাগড়াছড়ি সদরে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও ব্যাপক লুটপাট চালায়। এর আগে ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটি জেলার সাজেকে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালিয়ে পাহাড়িদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে চার পাহাড়িকে হত্যা করে।

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে ৭ম পাতায় দেখুন

২য় বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৯ মার্চ ২০১১ ॥

জাতীয় ডাক

লংগদুতে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার

১ম পাতার পর

রাঙামাটি সদর হাসপাতালে পোস্ট মোর্টেম করা হলে তাতে তার শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে প্রকাশ। কিন্তু তারপরও সেটলার বাঙালিরা ঘটনার দিন লংগুদু উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। এতে নেতৃত্ব দেয় লংগুদু উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম। সেটলাররা এ সময় লঞ্চ থেকে নামিয়ে দুই পাহাড়ি ছাত্রকে বেদম মারধর করে। হামলায় গুরুতর আহত বাঘাইছড়ি উপজেলার শিজকমুখ অধিবাসী এপিলো চাকমা (২০) ও বরকল উপজেলার সীমানা পাড়ার অধিবাসী মঙ্গলায়ন চাকমাকে (১৫) রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর বৃস্পতিবার সন্ধ্যায় উত্তেজিত সেটেলার বাঙালিরা গুলশাখালী ইউনিয়নের রঞ্জিতপাড়া এবং বগাচত্তর ইউনিয়নের রাঙ্গীপাড়া এলাকায় পাহাড়িদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। হামলার সময় রাঙ্গীপাড়ায় শুক্র চাকমা ও তার স্ত্রীকে বেদম মারধর করা হয়। পরদিন শুক্রবার ছিল শুক্র চাকমার মেয়ের বিয়ে। এ ঘটনার কারণে তার মেয়ের বিয়ে পন্ড হয়ে যায়। সেটেলার বাঙালিদের হামলায় পাহাড়িদের ২২টি বাড়ি-ঘর ও একটি ব্র্যাক স্কুল পুড়ে গেছে বলে স্থানীয়রা জানান।

লংগুদু সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সুখময় চাকমা, আটারক ছড়া ইউনিয়নরে চেয়ারম্যান মঙ্গল কান্তি চাকমাসহ স্থানীয়রা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়া রাঙামাটির সাংবাদিকদের জানান, জুম্মদের ২২টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে সেটেলার বাঙালিরা। সে সময় ব্যাপক লুটাপাট চালানো হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বগাচত্তর ইউনিয়নের রাঙ্গীপাড়ার বাসিন্দা শুক্র চাকমা ও তার স্ত্রীকে মারধর করে সেটেলার বাঙালিরা। এ খবর পেয়ে বিজিবি ঘটনাস্থলে যায়। বিজিবি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটেলাররা জুম্মদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঘটনায় জড়িত কয়েকজন

অগ্নিসংযোগসহ হামলায় জড়িত কয়েকজনের নাম জানা গেছে। এরা হলো ১। লংগুদু উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম, ২। এরশাদ মাষ্টার, ৩। রেজাউল দর্জি, ৪। রফিক উদ্দিন (বর্তমান মেম্বার), ৫। ফরিদ ৬। আলমগীর (৪০) পিতা মৃত খালেক, গ্রাম- রহমতপুর, ৭। নরুল হক মল্লিক (৫০) পিতা- সফর উদ্দিন, ৮। মঞ্জুরুল হক (২৫) পিতা- আবুল হাশেম, ৯। রাণু ও ১০। রুহুল।

এদের মধ্যে ১- ৫ নং ব্যক্তিরা ঘটনায় নেতৃত্ব দেয়।

ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের নাম

অগ্নিসংযোগে যাদের বাড়িঘর পুড়ে গেছে- গুলশাখালী ইউনিয়নের রঞ্জিতপাড়ার সিংহ মণি চাকমা (৪৫), পিতা-আতেন্দ্র চাকমা, ক্ষতি ৫০ হাজার, দয়াময় চাকমা (৬০), পিতা-মৃত জাগুলুক্যা চাকমা, ক্ষতি ৬০ হাজার টাকা, স্বপন চাকমা (৩৫), পিতা- ক্ষেত্র মোহন চাকমা, ক্ষতি আড়াই লক্ষ টাকা, বাসন্তী লতা চাকমা (৬০), স্বামী-মৃত জ্ঞান রতন চাকমা, ক্ষতি ৭০ হাজার টাকা, স্নেহ কুমার চাকমা (২৬), পিতা- রঞ্জিত চাকমা, ক্ষতি ৫০ হাজার টাকা, মিলন চাকমা (৩৫), পিতা- রঞ্জিত চাকমা, ক্ষতি এক লক্ষ টাকা, মন্টু চাকমা (৪৫), পিতা- সুমতি কুমার চাকমা, ক্ষতি এক লক্ষ টাকা, বিমল কান্তি চাকমা (৪৫), পিতা- মৃত বিরেন্দ্র চাকমা, ক্ষতি এক লক্ষ টাকা, জ্ঞান লাল চাকমা (৪৫), পিতা- কালী চরণ চাকমা, ক্ষতি ৭০ হাজার টাকা, চান্দু চাকমা (৩৫) পিতা- মন মোহন কারবারী, ক্ষতি দেড় লক্ষ টাকা, মন মোহন চাকমা (৬৫) পিতা- জন্মজয় চাকমা, ক্ষতি ২ লক্ষ টাকা, প্রীতিময় চাকমা (৩৫), পিতা- বক্ষ চাকমা, ক্ষতি এক লক্ষ টাকা, সোনারাম চাকমা (৫২), পিতা-মৃত কেবল চন্দ্র চাকমা, ক্ষতি ৫০ হাজার টাকা, শম্ভু রঞ্জন চাকমা (৫০), পিতা- বড়বস্থু চাকমা, ক্ষতি ৭০ হাজার টাকা, সুশীল কুমার চাকমা (৩৫), পিতা- মৃত বাদশা ধন চাকমা, ক্ষতি ৬০ হাজার টাকা, বিনয় চাকমা (২৮), পিতা- মৃত বাদশা ধন চাকমা, ক্ষতি ৫০ হাজার টাকা, সুখময় চাকমা (৩৫) পিতা- রাজীব চন্দ্র চাকমা, ক্ষতি ৬০ হাজার টাকা, বুদ্ধমনি চাকমা (৩৩), পিতা- মদন কুমার চাকমা, ক্ষতি ৫০ হাজার টাকা, একটি ব্র্যাক স্কুল এবং বগাচত্তর ইউনিয়নের রাঙ্গীপাড়া হ্যালীপ্যাড এলাকার বাসিন্দা শুক্র চাকমা (৫০), পিতা- মৃত প্রদীপ চন্দ্র চাকমা, ক্ষতি ২ লক্ষ টাকা, অমিয় কান্তি চাকমা (৪৫), পিতা- মৃত ধীরেন্দ্র চাকমা, ক্ষতি ২ লক্ষ টাকা, অমলেন্দু চাকমা (৪০), পিতা- বড়বস্থু চাকমা, ক্ষতি দেড় লক্ষ টাকা ও রিপন চাকমা (২৮), পিতা- রমেশ চন্দ্র চাকমা, ক্ষতি ৮০ হাজার টাকা।

লুটপাট

যাদের বাড়িঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে তারা হলেন: গুলশাখালী ইউনিয়নের রনজিৎ কার্বারী পাড়ার ১. খুকুময় চাকমা (৩২) পিতা- সমিতি কুমার চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা, ২. লালন বিকাশ চাকমা (৪০) পিতা ইলে কান্ত চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা, ৩. সুবিলাল চাকমা (২৫) পিতা মৃত বিমল চাকমা ক্ষতির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা, ৪. বুদ্ধ মনি চাকমা (৩৮) পিতা দেবেন্দ্র চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা, ৫. অনিল চাকমা (৪৫) পিতা যুগেন্দ্র চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা, ৬. শান্তি প্রিয় চাকমা (৩২) পিতা হেমন্ত লাল চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা, ৭. অমর কান্তি চাকমা (৫০) পিতা মঙ্গল চান চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৪০,০০০ টাকা, ৮. রূপক চাকমা (৩০) পিতা তরুমনি চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৬০,০০০ টাকা, ৯. স্মৃতি মিলন চাকমা (২৮) পিতা তরুমনি চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা, ১০. জ্ঞানরঞ্জন চাকমা (৩৪) পিতা রবি মোহন চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৪৫,০০০ টাকা ও ১১. পদ্মরাজ চাকমা (৩২) পিতা শুক্রমনি চাকমা, ক্ষতির পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা।

তদন্ত কমিটি

রাঙামাটি জেলার লংগুদু উপজেলায় পাহাড়ি গ্রামে হামলার পর শনিবার লংগুদু উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক বিশেষ আইন-শৃংখলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য লংগুদু উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকম ফজলে রাব্বীকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- লংগুদু উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মো: জানে আলম, গুলশাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু তালেব, লংগুদু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল বারেক সরকার, আটারক ছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মঙ্গল কান্তি চাকমা, লংগুদু সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সুখময় চাকমা ও বিনয় কারবারী।

ইউপিডিএফ-এর নিন্দা

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা লংগুদুতে পাহাড়ি গ্রামে সেটলার হামলা, লুটপাট ও অগ্নি সংযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী দেয়া এক বিবৃতিতে তারা বলেন, গুলশাখালি থেকে কয়েক শত সেটলার একটি লাশ নিয়ে মিছিল শেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাঙিপাড়া গ্রামে হামলা, লুটপাট ও বাড়িঘরে আগুন দেয়। নেতৃবৃন্দ হামলার সময় বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সদস্যদের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, তারা সেটলারদের বাধা দেয়ার পরিবর্তে হামলায় প্রত্যক্ষ সহায়তা দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার, ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের দাবি জানান।

লংগদু হামলার প্রতিবাদ সমাবেশে হামলা

১ম পাতার পর

চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া ভিডিপিরা কুদুকছড়ি বাজারে পাহাড়িদের দোকানে ব্যাপক লুটপাট চালায়। সকাল সোয়া ১১টায় বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হলে শত শত লোকজন এতে যোগ দেন। সমাবেশ শেষে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কুদুকছড়ি ব্রিজে পৌঁছলে ভিডিপি সদস্যরা বিনা উস্কানিতে হামলা চালায়। এর পর সেনাবাহিনীসহ তারা ইউপিডিএফ কার্যালয়ে ভাঙচুর করে এবং কুদুকছড়ি বাজারে পাহাড়িদের দোকানে ব্যাপক লুটপাট চালায়। সাড়ে বারটা থেকে বিকেল আড়াইটা পর্যন্ত এই তান্ডব চলতে থাকে।

ইউপিডিএফ অফিস ছাড়াও রামপ্রসাদ চাকমার ফার্নিচারের দোকান, স্বাধীন চন্দ্র চাকমা, অক্ষয় চন্দ্র চাকমা ও শান্তি রঞ্জন চাকমার মুদী দোকান এবং দীপ্তি ডিজিটাল স্টুডিও ভাঙচুর করা হয়। শংকেতিয় বড়ুয়ার বাড়ির দরজা ভেঙে সেনারা প্রবেশ করে ব্যাপক তল্লাশী চালায় এবং তার ভাড়াটিয়া কিরণ ধরের একটি মোবাইল সেট কেড়ে নেয়। এছাড়া সেনারা দীপন চাকমা নামে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রকে আটক করে।

সড়ক ও নৌপথ অবরোধ

কুদুকছড়ির সমাবেশ থেকে লংগুদুতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা, অগ্নি সংযোগ ও লুটপাটের প্রতিবাদে রাঙামাটি জেলায় ১৯ ফেব্রুয়ারী অর্ধ দিবস (২টা পর্যন্ত) সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশে যোগ দিতে আসা লোকজনকে বাধা দেয়া হয়। ভাইবোনছড়া, মাটিরাঙ্গা ও জিরো মাইলে অংশগ্রহণকারীদের বেশ কয়েকটি গাড়ি পুলিশ ও সেনাবাহিনী আটকায়। এর মধ্যে মানিকছড়ি থেকে আসা ৩ গাড়ি (জিপ) ও মাটিরাঙ্গা থেকে ১ গাড়ি মাটিরাঙ্গা বাজারে, পানছড়ি থেকে আসা ৩ গাড়ি ভাইবোন ছড়ায় এবং মহালছড়ি ও আলুটিলা থেকে আসা ২ গাড়ি জিরো মাইলে আটকানো হয়। স্বনির্ভরসহ শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যাপক পুলিশ ও সেনা মোতায়েন করা হয়। ইউপিডিএফ-কে মাইক ভাড়া না দেয়ার জন্য স্বনির্ভরে সকল ডেকোরেশন দোকানদারদের নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি বৌদ্ধ মন্দিরে ভাড়া নেয়ার জন্যও লিখিত অনুমতি লাগবে বলে সেনারা জানিয়ে দেয়।

সেনা ও পুলিশের ব্যাপক বাধা সত্ত্বেও খবংপুজ্যা থেকে একটি মিছিল বের করা হয় এবং কাসেম স' মিল এলাকায় সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

ইউপিডিএফ-ভুক্ত তিন সংগঠন পিসিপি, এইচডব্লিউএফ ও ডিওয়াইএফ এ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ক্যহ্লাচিং মারমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুটি মারমা এতে বক্তব্য রাখেন। তারা লংগুদুতে রাঙিপাড়ায় হামলা ও লুটপাটের ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক আখ্যায়িত করে বলেন, উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে পাহাড়িদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে থাকে। লংগুদুর ঘটনায়ও তাই করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ হামলায় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, সেটলারদেরকে নিবৃত্ত করার পরিবর্তে বিজিবি (বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ) তাদেরকে উস্কানি দিয়েছে। সেটলাররা সর্বমোট ২৩টি পাহাড়ি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও ব্যাপক লুটপাট চালায় বলে তারা অভিযোগ করেন।

ঢাকা

লংগুদু হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় মুক্তাঙ্গনে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লংগুদু হামলার প্রতিবাদে সড়ক

১ম পাতার পর

চাকমা, ৪০।

অন্য এক হামলায় সেনারা কুদুকছড়ি উপর পাড়ায় বেশ কয়েক জনকে লাঠিপেটা করে। তাদের মধ্যে দু'জনের পরিচয় জানা গেছে। এরা হলেন ভাগ্য ধন চাকমা, ২৭, পিতার নাম পূর্ণ কুমার চাকমা ও ভদ্র সেন চাকমা ওরফে ফয়াইয়া, ২২, পিতার নাম ছন্দ চাকমা। এ সময় গ্রামবাসীরা সেনাদের ভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাতে থাকে।

এরপর সেনা সদস্যরা ঐ গ্রামের কার্বারী কান্দর সিং চাকমার বাড়িতে ঢুকে সাত জোড়া বুরগি (কোমড়ে বোনা কাপড়) ও রবি চন্দ্র চাকমার বাড়ি থেকে চারটি এনার্জি সেভিং বাল্ব চুরি করে নিয়ে যায়।

এদিকে, সকালে ইউপিডিএফ-এর সুবলং অফিসে গিয়ে পুলিশ ইউপিডিএফ এর নেতা কর্মিদের গ্রেফতারের হুমকি দেয়।

গ্রেফতার

সেনারা ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কুদুকছড়ির প্রতিবাদ সমাবেশে আগতদের ওপর হামলা ও মারধরের পর পাঁচ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। আটককৃতরা হলেন বারেন্দ্র চাকমা (৩২) পিতার নাম সমাচরণ চাকমা, গ্রাম খামার পাড়া, সাপছড়ি, তিনি পেশায় সিএনজি ড্রাইভার; রূপমনি চাকমা (২৫) পিতার নাম খাংগুলো চাকমা, গ্রাম খামার পাড়া, তিনিও পেশায় সিএনজি ড্রাইভার; জয়বো চাকমা (৩২) পিতার নাম উদল্যা চাকমা, গ্রাম চংড়া ছড়ি, তিনি কুদুকছড়ি বাজারের খাতুদার; জ্ঞানলাল চাকমা (৩২) পিতার নাম জুরন্ত কুমার চাকমা, গ্রাম নাড়েল পাড়া, ঘিলাছড়ি ও শুভ দ্বীপ চাকমা (১৫) পিতার নাম মৃত নিগিরাধন চাকমা, সে ঘিলাছড়ি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

১৮ ফেব্রুয়ারী সেনা ও ভিডিপির সদস্যরা ইউপিডিএফ-এর বিক্ষোভ মিছিলে হামলার পাশাপাশি কুদুকছড়ি বাজারে পাহাড়িদের দোকানে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়। এছাড়া তারা ইউপিডিএফ-এর অফিসের সাইনবোর্ড নামিয়ে দেয় ও অফিসের কম্পিউটার, হ্যান্ড মাইক ও আলমিরা ভাঙচুর করে এবং বহু মূল্যবান দলিলপত্র নিয়ে যায়।

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচী বানচাল করতে সেনাবাহিনী যেভাবে বর্বর গণনির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনাবাহিনীর হাতে চিরকাল জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবীতে ন্যায়সঙ্গত কোন আন্দোলন পৈশাচিক শক্তি দিয়ে দমন করা যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামও তার ব্যতিক্রম হবে না।

তিনি লংগুদুতে সেটলার হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সাবের আলীর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি জানান।

তিনি ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির কোন কোন সদস্যের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং তদন্ত রিপোর্ট কতটুকু নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হবে সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন।

পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক

৬ষ্ঠ পাতার পর

শিশুটি চিৎকার দিলে গ্রামবাসীরা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে এবং সেটলার বাঙালিকে ধরে ফেলে। এরপর কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে তাকে পানছড়ি থানায় সোপর্দ করে। পরদিন ৮ ডিসেম্বর তার বিরুদ্ধে পানছড়ি থানায় শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয় বলে জানা গেছে। পুলিশ পরে তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠায়।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন ধর্ষণ, বেআইনী আটক, শারীরিক নির্যাতন, হয়রানি, হামলা ইত্যাদি ঘটলে তা আমাদের জানান।

কুদুকছড়িতে ইউপিডিএফ অফিস বন্ধ করে দেয়ার নিন্দা ও প্রতিবাদ

১৮ ফেব্রুয়ারী। ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কুদুকছড়িস্থ রাঙামাটি জেলা অফিস বেআইনীভাবে তালা দিয়ে বন্ধ করে দেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা।

আজ শুক্রবার লংগদুতে সেটলার হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজনের প্রেক্ষাপটে সন্ধ্যার দিকে ইউপিডিএফ অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়া হয়।

বন্ধ করে দেয়ার আগে সেনা সদস্যরা অফিস থেকে সংগঠনের বিভিন্ন দলিলপত্র, বই, হ্যান্ডমাইক ইত্যাদি নিয়ে যায়।

শান্তি দেব চাকমা প্রশাসনের এই আচরণকে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট এবং সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আখ্যায়িত করে বলেন, কোন ধরনের দমন পীড়ন ও ষড়যন্ত্র জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারবে না।

তিনি অবিলম্বে ইউপিডিএফ ও তার অঙ্গ সংগঠনের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ ও শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ইতিপূর্বে প্রশাসন ইউপিডিএফ-এর নানিয়াচর, রাজস্থলী ও বিলাইছড়ি শাখা অফিস বন্ধ করে দেয়।

সুবলঙে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন স্কুলছাত্র আটক, পরে মুক্তি

২০ ফেব্রুয়ারী। আজ দুপুর সোয়া বারটার সময় সুবলং আর্মি ক্যাম্প থেকে লে. মাসুদ রানার নেতৃত্বে একদল সেনা (৩৬ বেঙ্গল) সুবলঙ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের শিলার ডাক গ্রামে যায়। সেখানে একটি বিয়ে অনুষ্ঠান থেকে সেনারা তিন স্কুল ছাত্রকে আটক করে সুবলং ক্যাম্পে নিয়ে যায়। এরা হলো বন্দুকভাঙার নোয়াদাম জুনিয়র হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুমন চাকমা (১৪) পিতা বিমল চাকমা; সুবলঙের বরুণাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র উজ্জ্বল চাকমা (১৪) পিতা- সাধন চাকমা ও লংগদুর কাট্টলী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শুভ চাকমা (১৭) পিতা মহাবাহু চাকমা। এরা সবাই শিলার ডাক গ্রামের বাসিন্দা। এ সময় তারা বিবাহ অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকের (পজ্জনি) কাজ করছিলো।

আটকের পর তাদের আত্মীয় স্বজনরা ক্যাম্পে যোগাযোগ করলে সেনারা তাদেরকে ঐদিনই আটকের চার ঘন্টা পর ছেড়ে দেয়। সেনারা জানায় তারা সন্দেহ বশত তাদেরকে আটক করেছে।

এছাড়া সেনারা ফেরার পথে পারমিটের গাছ কাটার সময় চার ব্যক্তির কাছ থেকে চারটি গাছ কাটার দা কেড়ে নিয়ে যায়। যাদের কাছ থেকে দা কেড়ে নেয়া হয়েছে তারা হলেন সুভাষ চাকমা, কালায়া চাকমা, গুড়ি মোহন চাকমা ও লাম্বায়া চাকমা।

জুরাছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক যুব ফোরাম নেতা অপহৃত

গত ১২ ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক পৌনে দশটার সময় প্রমেশ চাকমার নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ১০ - ১৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙামাটি জেলার জুরাছড়ির বনযোগী ছড়া গ্রামে হানা দিয়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের জুরাছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রূপেন্দু চাকমাকে (বয়স ৩৮, পিতার নাম দেবরাজ চাকমা) নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ সময় তিনি রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি। যুব ফোরাম ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

দিঘীনালায় এক ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার: নারীদের রাস্তা অবরোধ

ı দীঘিনালা প্রতিনিধি ı

গত ১৮ জানুয়ারী দুপুর আনুমানিক ১২:৩০টার সময় দিঘীনালা উপজেলার নারিকেল বাগানের একটি দোকান থেকে মিলন চাকমা (২৮) নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে সেনারা গ্রেফতার করে, তবে এলাকার নারীদের প্রবল বাধার মুখে সেনা ও পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

মিলন চাকমার পিতার নাম করুণাময় চাকমা। আটকের সময় তিনি দোকানে বসে লোকজনের সাথে গল্পগুজব করছিলেন। সেনারা মিলন চাকমাকে ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস দেয়ার পরও ছেড়ে না দিলে বিকালের দিকে স্থানীয় গ্রাম থেকে নারীরা ছুটে এসে দিঘীনালা-বাবুছড়া সড়কে গাছ ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করে। পরে সেনারা মিলন চাকমাকে দিঘীনালা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করলেও নারীদের অবরোধের কারণে পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে যেতে পারেনি। পরে পুলিশ মিলন চাকমাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

নান্যাচরে সদ্য কারামুক্ত পিসিপি নেতাদের সংবর্ধনা

২৪ ফেব্রুয়ারী ı বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ নান্যাচর থানা শাখার উদ্যোগে আজ বিকাল ৪টায় নান্যাচর উপজেলার টিএন্ডটি এলাকায় সদ্য কারামুক্ত তাদের তিন নেতাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। কারামুক্ত পিসিপি নেতারা হলেন, নান্যাচর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শুদ্ধধন চাকমা ও নান্যাচর থানা শাখার সদস্য নরেন চাকমা।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে পূর্বঘোষিত ক্লাশ বর্জন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সময় নান্যাচর জোনের সেনারা তাদেরকে আটক করে। পরে তাদেরকে ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে নান্যাচর থানা থেকে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। দুই দিন জেলে আটক থাকার পর গত ২২ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটি জেলা জজ আদালত থেকে তারা জামিনে মুক্তি লাভ করেন। এ্যাডভোকেট উষাময় চাকমা তাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

পিসিপি নান্যাচর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রিপন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা। কারামুক্তদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অনিল চাকমা ও শুদ্ধধন চাকমা। অনুষ্ঠানে এর আগে কারামুক্তদের ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বর্তমানে সেনাশাসনের জগদ্দল পাথরে নিস্পেষিত। সেনাবাহিনী নান্যাচরসহ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ জনগণের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন এ নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনী কর্তৃক কোথাও না কোথাও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে নিরীহ জনগণ। তবে যতই নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হোক না কেন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে পিসিপি কিছুতেই পিছপা হবে না বলে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে সেনাশাসনের অবসান এবং পিসিপি নেতাদের নামে এ যাবত যেসব মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সেনাবাহিনীর বাধার মুখে পিসিপি রাঙামাটি জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ı রাঙামাটি প্রতিনিধি ı

সেনাবাহিনীর বাধার মুখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ জানুয়ারী দুপুর ১২টায় রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়ি বাজার মাঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলন উদ্বোধন করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক বিলাস চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর রাঙামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমা। এছাড়া সম্মেলনে সংহতি বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সামিউল আলম রিচি, সংস্কৃতির নয়া সেতুর নেতা মুকুল মল্লিক, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নুরুর রহমান শিপলু, বিপ্লবী ছাত্র সংঘের নেতা আশীষ শর্মা, ল্যাম্পপোস্টের সম্পাদক আফরোজা খাতুন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য বিনয়ন চাকমা এবং পরিচালনা করেন বাবলু চাকমা। সেনাবাহিনীর নানা বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়ে হেঁটে চার শতাধিক পিসিপি'র কর্মী সমর্থক সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, আজকের সম্মেলন বানচাল করে দেয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় পিসিপি কর্মী, সমর্থকদের সেনাবাহিনী বাধা দেয়। সেনারা কেরেটছড়ি, বন্দুকভাঙা, বেতছড়ি, কৃষি ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন জায়গায় পিসিপি'র কর্মী-সমর্থকদের আটকায় এবং তল্লাশীসহ নানাভাবে হয়রানি করে। গ্রামে গ্রামে সেনাবাহিনী নামানো হয়। বগাছড়িতে সেটলার বাঙালিদের দিয়ে কৃত্রিমভাবে সড়কে ব্যারিকেড দেয়া হয়। এছাড়া সেনাবাহিনী পুলিশের পোশাক পরে সম্মেলন স্থলে ঢুকে অনুষ্ঠান বানচাল করে দেয়া চেষ্টা চালায়। ব্যাপক সংখ্যাক আনসার-ভিডিপি সদস্যদেরও মাঠে নামানো হয়। এছাড়া কুদুকছড়ি ব্রীজের নীচ থেকে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের একটি ইঞ্জিনচালিত বোট সেনারা নিয়ে যায়।

সেনাদের বাধার মুখে কুদুকছড়িতে পিসিপি রাঙামাটি শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বক্তারা আরো বলেন, সরকার, সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক কর্মসূচির উপর বিধি নিষেধ জারি রেখে কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বৈরতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েক করেছে। যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি জনগণের উপর সেনাবাহিনীর চোখ রাঙানি, হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহতভাবে চালানো হচ্ছে। শাসক শ্রেণী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়ে ফায়দা লুটার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ সব নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে জনগণের কাতারে এসে আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য বক্তারা সন্তু লারমার প্রতিও আহ্বান জানান।

অংগ্য মারমা বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের আন্দোলন শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ নয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দেশের সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ের সাথেও যুক্ত রয়েছে। পাহাড় আর সমতলের মধ্যে সমানতালে লড়াই সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

তিনি অবিলম্বে অপারেশন উত্তরণ বাতিল পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইন মেনে নেয়া, বান্দরবানের রুমায় সেনা গ্যারিসনের নামে ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা, মহালছড়ির লেমুছড়িতে ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র এবং দিঘীনালায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল সম্প্রসারণের নামে ভূমি বেদখল ও পাহাড়ি উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করা, পিসিপি এবং এইচডব্লিউএফ এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক অধিকার ও শিক্ষা সংক্রান্ত মৌলিক দাবিসমূহ পূরণ না করে মেডিকেল কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নামে পাহাড়িদের ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র বন্ধ করা ও প্রাথমিক স্তরে জাতিসত্তাসমূহের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা, দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা, সভা-সমাবেশ ও মিটিং মিছিলের উপর জারি করা বিধি নিষেধ তুলে নেয়া, সেনাবাহিনী ও সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি নারীদের ধর্ষণ, নির্যাতন ও যৌন আক্রমণ বন্ধ করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ এবং ভিক্ষুদের হয়রানি বন্ধ করা এবং গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলনের নেতা মোশরেফা মিশুকে নিঃশর্তে মুক্তি দেয়ার জোর দাবি জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২২ জানুয়ারী রাঙামাটি জেলা শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। রাঙামাটি জেলা সদরের অদূরে কুদুকছড়িতে অবস্থিত ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা কার্যালয়ে দিনব্যাপী কাউন্সিল শেষে উপস্থিত প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকগণের সম্মতিক্রমে বিলাস চাকমাকে সভাপতি, কন্টু চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও বাবলু চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট রাঙামাটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়। নতুন জেলা কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা।

২য় বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৯ মার্চ ২০১১ ॥ **জাতীয় ডাক**

সম্পাদকীয়

২য় বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৯ মার্চ ২০১১

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী আসলে কী কাজে নিযুক্ত?

পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি সশস্ত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে '৭৫ সাল থেকে দীর্ঘ দু'যুগের বেশি সময় ধরে সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। '৯৭ সালে 'পার্বত্য চুক্তি' ও '৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন ধরনের সশস্ত্র তৎপরতা না থাকলেও সেনাবাহিনী আগের অবস্থানে বহাল রয়েছে। এই সেনা উপস্থিতির গালভরা নাম দেয়া হয়েছে 'অপারেশান উত্তরণ', আগে ছিল 'অপারেশান দাবানল'। এই নাম পরিবর্তনে সেনাবাহিনীর হানাদার চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, কথায় বলে 'যে লাউ সে-ই কদু'।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে (চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশন) ফিরিয়ে নেয়ার দাবি জোরালো হলে মাঝখানে লোকদেখানোর জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কিছু অপ্রয়োজনীয় এবং বাড়তি ক্যাম্প গুটিয়ে মূল সেনানিবাসে সরিয়ে নেয়ার বাহ্যিক কসরত চালিয়েছিল, যা টিভি ও পত্র-পত্রিকায় ফলাওভাবে প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উস্কে দেয়া। হিসেব মত উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গেল গেল রব তুললে ক্ষমতাসীন সরকার মওকা পেয়ে যায়। সফলতার সাথে কেবল সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারই বন্ধ করে নি, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ইস্যুটিও ধামাচাপা দেয়।

আগামীতে যাতে প্রাইমারী স্কুল ও হাইস্কুলে ক্লাশ বর্জনের তালা না ঝুলে, কোথাও যাতে সম্বর্ধনা জাতীয় অনুষ্ঠান হতে না পারে কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে নজরদারি করা যায়, তার জন্য কী প্রতিটি স্কুল কলেজে সরকার সেনা মোতায়েনসহ পদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করবে? সরকার জবাব দিক পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন সেনাবাহিনী মোতায়েন আছে এবং তাদের আসল কাজ কী?

দেশের কোন অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হলে তা সংসদে আলোচনা ও অনুমোদন প্রয়োজন হয়, '৭৪ সালে মুজিব আমলে কালোবাজারী রোধ ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে কিছু কিছু অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়েনের ক্ষেত্রে সে ধরনের কিছুই অনুসৃত হয় নি।

দেশের নিরাপত্তা বিধান ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার বুলি কপচিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি ক্ষমতাসীনরা সুকৌশলে জনগণের অগোচরে রেখেছে। যেন দেশের হিত সাধন, নিরাপত্তা বিধান-এর মত বৃহৎ জাতীয় দায়িত্ব কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর একচেটিয়া কারবার! এ ব্যাপারে দেশবাসীকে কিছু জানানোর প্রয়োজনবোধ করে না সরকার। জনগণকে অন্ধকারে রেখেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এমনভাবে নিরাপত্তা বিধান ও উন্নয়ন সাধনে নিয়োজিত তাতে দেশ দিন দিনই সাধারণ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ পর্যন্ত যত রকমের হত্যাযজ্ঞ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, ধর্ষণসহ গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির সাথে সেনাবাহিনীর নাম অবিচ্ছেদ্য হয়ে যুক্ত রয়েছে। চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কল্পনা অপহরণের সাথেও জড়িয়ে আছে "দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর" "গর্বিত সদস্য" লেফটেন্যান্ট ফেরদৌসের নাম।

গণতান্ত্রিক সংগঠনসমূহের শান্তিপূর্ণ মিটিঙ মিছিলে বাধাদান, পূর্ব নির্ধারিত সভা করতে না দেয়া, সেনা মদদপুষ্ট ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী বা সাম্প্রদায়িক চক্র দিয়ে একই স্থানে পাল্টা সমাবেশ আহ্বান, প্রশাসন থেকে ১৪৪ ধারি জারি, সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, পুলিশের নির্বিচারে লাঠিচার্জ, গুরুতর জখম করা, সমাবেশ ভন্ডুল করা, যোগদানকারীদের আটক ও জেলে প্রেরণ, ধর্মীয় সমাবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি--এ ধরনের ঘটনা বলতে গেলে প্রায়ই ঘটছে এবং তার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকজন পরিচিত।

কিন্তু অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলীতে ৫ মার্চ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি বর্মাছড়ি স্কুলে জেএসসি ও প্রাইমারী স্কুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান স্থানীয় সেনা অধিনায়কের নেতৃত্বে ভন্ডুল করে দেয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় উৎসাহদানের লক্ষ্যে আয়োজিত নিতান্ত সাধারণ অনুষ্ঠানই যদি সেনাবাহিনী ও সরকারের এত আতঙ্কের কারণ হয়ে থাকে এবং তা ভন্ডুল করতে সেনাবাহিনীর লে. কর্ণেল পদমর্যাদার একজন জোন কমান্ডারকে নেতৃত্ব দিতে হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্যদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সরকার ও সেনাবাহিনীর নিকট আরও বেশি ভয়ঙ্কর মনে হবে। আর তা বানচাল করে দিতে চাইলে লে. কর্ণেল পদমর্যাদার জোন কমান্ডার যথেষ্ট হবে না সেটাও ঘটনা দেখে স্পষ্ট হল। কমছে কম কর্ণেল র‍্যাঙ্কের না হলে এসএসসি-এইচএসসি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। তাও আবার ব্রিগেড কমান্ডার না হলে সে ধরনের অনুষ্ঠান ভন্ডুলের নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। সেনাদের ডোরাকাটা পোশাক বা রাইফেল বেয়নেট ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রীদের ভয় পাইয়ে দেয় না এটাও প্রমাণিত হল।

আগামীতে যাতে প্রাইমারী স্কুল ও হাইস্কুলে ক্লাশ বর্জনের তালা না ঝুলে, কোথাও যাতে সম্বর্ধনা জাতীয় অনুষ্ঠান হতে না পারে কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে নজরদারি করা যায়, তার জন্য কী প্রতিটি স্কুল কলেজে সরকার সেনা মোতায়েনসহ পদস্থ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করবে? সরকার জবাব দিক পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন সেনাবাহিনী মোতায়েন আছে এবং তাদের আসল কাজ কী?

জনগণই ইতিহাসের আসল নায়ক

অনন্ত মারমা

আরব বিশ্বের চলমান বিপ্লবসহ সকল বিপ্লব আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে উঠলে কোন অপশক্তি কিংবা কোন পরাক্রান্ত শাসক তাদের দমন করতে পারে না। সত্যিকার অর্থে জনগণই হলেন ক্ষমতার উৎস এবং ইতিহাসের আসল নায়ক। জনগণ উঠে দাঁড়ালে কোন শাসকই ঠিকতে পারে না।

সম্প্রতি আরব বিশ্বে বিরাট রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিসিয়া থেকে এই গণবিপ্লবের শুরু। গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে সে দেশের জনগণের প্রবল আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট বেন আলীর ২৩ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে এবং তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সৌদি আরবে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তার এই নিষ্করুণ পতনের সময় দেশের ও বিদেশের কোন শক্তি, কোন মিত্র তাকে রক্ষা করতে পারেনি। তিনি পদত্যাগের পর তার পরম মিত্র ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সমালোচনা ও নিন্দার ভয়ে তাকে বহনকারী বিমানকে ফ্রান্স তার দেশে অবতরণ করতে দেয়নি।

বেন আলীর পর পতন ঘটে আরব বিশ্বের আরেক জালেম ও গণধিকৃত শাসক মিশরের

তিউনিশিয়ায় জনতার বিক্ষোভ

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের। পিরামিডের দেশ ও প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরের জনগণ অপূর্ব এক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হন। ১১ ফেব্রুয়ারী পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার আগে তিনি ৩০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।

মিশরের জনগণের এই বিপ্লব ছিল অভূতপূর্ব। টেলিভিশন চ্যানেলে এবং বিশেষত আলজাজিরায় সরাসরি ভেসে ওঠা বিপ্লবের জীবন্ত দৃশ্য এক কথায় অনন্য। কায়রোর তাহরির বা লিবারেশন স্কোয়ারে তাবু গেড়ে প্রতিবাদকারীদের দিনরাত অবস্থান, সেখানে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামা, তাদের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল প্রতিবাদ, সরকারী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, মোবারক বাহিনীর অত্যাচার ও উৎপীড়নের পরও বিপ্লবে অংশ নেয়া তরুণদের অদম্য সাহস, দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা, সেনা সদস্যদের সাথে বিপ্লবীদের সখ্যতার দৃশ্য কোনদিন ভোলা যাবে না। টানা ১৮ দিনের বিরামহীন প্রতিবাদের পর অবশেষে জনতার জয় সূচিত হয়।

মিশর ও তিউনিশিয়ার বিপ্লবে প্রধানত ভূমিকা রেখেছে শিক্ষিত যুব সমাজ। তারা ইন্টারনেটে টুইটার ও ফেইসবুক ব্যবহার করে আন্দোলন সংগঠিত করে। পতনের আগ পর্যন্ত মনে করা হতো আরব বিশ্বের এই ক্ষমতাধর স্বৈরাচারী শাসকদের কোনদিন হঠানো যাবে না -- তাদের শাসন চিরস্থায়ী, আর আরব দেশের জনগণ কোনদিন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য জেগে উঠবে না, বিপ্লব তো বহু দূরের বিষয়। কিন্তু আজ তারা সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাদের দেশের বিপ্লব দেশে দেশে নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত জনগণকে প্রেরণা যোগাবে।

ইতিমধ্যে এই দুই দেশের বিপ্লবের আগুন আরব বিশ্বের আরো বহু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরোক্কো, বাহরাইন, ইরাক, ওমান ইত্যাদি দেশের জনগণও আন্দোলনের পথে নেমেছেন। গণবিপ্লবের ভয়ে এ সব দেশের শাসকরা আজ থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। সৌদী আরবের বাদশা তার দেশে জনগণের আসন্ন বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে বেতন ভাতা বৃদ্ধিসহ কিছু পদক্ষেপ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

তবে, বিপ্লবের ঢেউ এখন সবচেয়ে তীক্ষ্ন বেগে আঘাত হানছে লিবিয়ায়। কুখ্যাত স্বৈরশাসক কর্নেল গাদ্দাফীর ৪২ বছরের শাসন আজ টলটলায়মান। গণহত্যা চালিয়ে ও বিমান আক্রমণে রক্তগঙ্গা বয়ে দিয়েও গাদ্দাফী বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি। বরং তার সরকার ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ বিদ্রোহীদের পক্ষে চলে গেছে। গাদ্দাফীর অনুগতরা বর্তমানে রাজধানী ত্রিপোলী দখলে রাখতে সক্ষম হলেও দেশের দুই তৃতীয়াংশ বিদ্রোহীদের দখলে রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, লিবিয়ার বিপ্লবকে অনিবার্যভাবে বিপুল রক্তক্ষয় ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের জনগণকেও আরব বিশ্বের এই বিপ্লব থেকে শিক্ষা, সাহস ও অনুপ্রেরণা নিতে হবে। আরব বিশ্বের চলমান বিপ্লবসহ সকল বিপ্লব আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেগে উঠলে কোন অপশক্তি কিংবা কোন পরাক্রান্ত শাসক তাদের দমন করতে পারে না। সত্যিকার অর্থে জনগণই হলেন ক্ষমতার উৎস এবং ইতিহাসের আসল নায়ক। জনগণ উঠে দাঁড়ালে কোন শাসকই ঠিকতে পারে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার ভাষায়:

মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতলের শোষিত-নিপীড়িত জনগণকেও নিজেদের মুক্তির জন্য একত্র উঠে দাঁড়াতে হবে। শোষক নির্যাতকদের যতই শক্তিশালী মনে হোক, তারা আসলে কাগজে বাঘ; জনগণের প্রলয়ংকারী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মুখে তারা পথকুক্কুরের মতো পালিয়ে যায়। তিউনিশিয়া ও মিশরের মহান জনগণ এই অমোঘ সত্যকে আবার দুনিয়ার কাছে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশেও জনগণের দিন আসবেই; এদেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকা শাসকগোষ্ঠীভুক্ত দলগুলোর অপশাসনের চিরঅবসান হবেই। জনগণের বিজয় ও সকল অত্যাচারী শাসকের পতন অবশ্যম্ভাবী। ■

বর্মাছড়িতে বোরখাদের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ

॥ বিশেষ প্রতিবেদন ॥

সেনা-মদদপুষ্ট বোরখা দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ অব্যাহতভাবে চলছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বোরখারা লক্ষীছড়ির বর্মাছড়িতে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দিতে চাইলে জনতা তাদের প্রতিহত করে।

২৫ ফেব্রুয়ারী বর্মাছড়ি স্কুল মাঠে জেএসসি ও প্রাইমারী স্কুল পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল পৌনে দশটার দিকে একদল সেনাবাহিনী দুই বোরখা সন্ত্রাসীকে নিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে যায়। তারা আয়োজকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে অনুষ্ঠানে বাধা দেয়। বোরখারা মাইক বাজাতেও নিষেধ করে এবং এক পর্যায়ে মাইকের তার ছিঁড়ে দেয়। শিক্ষকদেরকেও সেনারা অপদস্থ করে।

সেনা ও বোরখাদের বাড়াবাড়ি সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজন এক পর্যায়ে অনুক্ত চাকমা নামে এক বোরখাকে গণধোলাই দেয়। এতে তার পরা শার্ট ছিঁড়ে যায় ও মাথা রক্তাক্ত হয়। সে আর্মিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে থাকে: "স্যার, বাঁচাও, স্যার বাঁচাও।" বিলাস চাকমা নামে অন্য বোরখাকেও জনতা উত্তম মধ্যম দিয়ে শায়েস্তা করে।

এর পর আর্মিরা সন্ত্রাসী দুর্বত্তদের রক্ষার জন্য জনতার ওপর বেধড়ক লাঠিপেটা শুরু করে। এতে অনেকে আহত হন। সেনারা এক আখ বিক্রেতার আখ দিয়ে উপস্থিত লোকজনকে মারধর করে। তবে সেনাদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সেনারা তাদের দিকে বন্দুক তাক করে ভয় দেখানোর চেষ্টা চালায়, কিন্তু নারীরা তাতে দমে যাননি। অনেক আর্মিকে তারা 'পিনোন' (চাকমা নারীদের পরিধেয় কাপড়ের নীচের অংশ)-এর বাড়ি মেরে অপমাণিত করেন। আর্মিরা এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানের মাইক ভেঙে দেয়।

নারীরা বিনা কারণে অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে দেয়ার জন্য আর্মিদের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানান এবং বোরখাদের মতো চোর, ডাকাত ও ধর্ষকদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়া ও জনগণের বিরুদ্ধে তাদেরকে লেলিয়ে দেয়ার জন্য কড়া সমালোচনা করেন। এতে লজ্জায় আর্মিদের মুখ কালো হয়ে যায়। নারীরা মাইক ভেঙে দেয়ার জন্য আর্মিদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। লোকের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখে আর্মিরা নিজেদের মধ্য থেকে টাকা তুলে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ক্ষতিপূরণের দাবি মিটিয়ে দেয়। এছাড়া বোরখাদের সাথে আর বর্মাছড়ি আসবে না বলেও সেনারা মৌখিক অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়। অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়ার জন্য যা করেছে তার জন্যও সেনারা জনতার কাছে ক্ষমা চায়। বোরখাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনারা ব্যারিকেড দিলে নারীরা সেটাও ভেঙে দেয়।

আর্মিরা যখন বোরখা দুর্বৃত্তদেরকে নিয়ে অপমানিত হয়ে মাথা নত করে চলে যাচ্ছিল তখন বোরখা অনুক্ত চাকমার মা সেনাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে: "আমার ছেলেকে রেখে যাও।"

আর্মি ও বোরখারা চলে যাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যে ৩টি পিক আপে করে আরো আর্মি আসে। এ সময় সেনারা এক ব্যক্তির সোলার প্যানেল ও দুইটি মোটর সাইকেল ভেঙে দেয়। অনুষ্ঠানের জন্য মাঠে বের করা বেঞ্চগুলো আয়োজকরা স্কুলের ভেতর ঢোকাচ্ছিল। সেনারা তাতে বাধা দেয় এবং ব্রাশ করে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এ সময় আর্মিরা বেশ কয়েকজনকে মারধর করে। সন্ধ্যা রাণী মা নামে এক নারী জানান, সেনারা তাকে আঘাত করলে তিনিও এক আর্মি জওয়ানকে পাল্টা মার দিয়েছেন।

সকালে প্রথম দফার হামলায় জনতার পাশাপাশি স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলে। আর্মিরা শিক্ষকদেরকে ধরে এক পাশে নিয়ে গেলে ছাত্ররা আর্মিদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানায়। অনেক নারী বোরাখা সন্ত্রাসীদেরকে কড়া ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বলে: "তোমরা খুবই খারাপ কাজ করছো।"

সাংস্কৃতিক দলকে আটক

সেনারা খাগড়াছড়ি থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসা আট জনের একটি সাংস্কৃতিক দলকে লক্ষীছড়ি বাজারে আটকায়। পরে তাদেরকে লক্ষীছড়ি থানায় সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আটক রাখা হয়। আট জনের সাংস্কৃতিক দলটির নেতৃত্বে ছিলেন তাপস ত্রিপুরা।

অপরদিকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণেচ্ছু ৬০ ব্যক্তিকে বহনকারী দুইটি জিপ সেনা সদস্যরা শুকনাছড়িতে আটকায়। তারা সুমন্ত পাড়া ও যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া থেকে আসছিলেন।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নিরূপা চাকমা ও ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি ইউনিটের সংগঠক শুক্র চাকমা এক বিবৃতিতে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেনা ও বোরখা সন্ত্রাসীদের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

তারা বলেন, আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল প্রকার নাগরিক অধিকার সেনাবাহিনীর বুটের তলায় পিষ্ট। পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান পর্যন্ত আয়োজন করা যায় না। লংগদু হামলার মতো সাধারণ লোকজনের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও কোন প্রতিবাদ করা যায় না। উগ্র বল প্রয়োগ করে কিংবা নানা ষড়যন্ত্র করে এসব গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীগুলো ভন্ডুল করে দেয়া হয়।

তারা আরো বলেন, এটা আজ স্পষ্ট সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের উগ্র সাম্প্রদায়িক অংশটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিকে অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। তাদের এই চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে।

বোরখাদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিরোধ

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী সকাল আনুমানিক ১১টার সময় বখাটে দেব রঞ্জন চাকমার নেতৃত্বে বোরখা পার্টির ৮-১০ জন দুর্বৃত্ত চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর বাজারের পুবালী ব্যাংকের সামনে থেকে বর্মাছড়ি এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুরেশ কান্তি চাকমাকে (কান্তি) অপহরণের চেষ্টা চালালে বাঙালিরা তা প্রতিরোধ করেন।

এ সময় তিনি ব্যবসার কাজে নানুপুর গিয়েছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে অপহরণের উদ্দেশ্যে টেনে হিঁচড়ে একটি মাইক্রোবাসে তুলে। এ সময় স্থানীয় বাঙালিদের সহযোগিতায় তিনি রক্ষা পান। বাঙালিরা কয়েকজন সন্ত্রাসীকে আটক করতে সক্ষম হন। পরে বোরখা দলের হোতা অনিল চাকমা লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডারের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে। এরপর জোন কমান্ডারের নির্দেশে খিরাম ক্যাম্প কমান্ডার নানুপুর ইউপি চেয়ারম্যানকে ফোন করে চাপ দিলে সাধারণ বাঙালিরা সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

ইউপিডিএফ লক্ষীছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক শুক্র চাকমা এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে সেনাবাহিনী একদিকে আইন শৃঙ্খলার কথা বলে ভালো মানুষী দেখায়, অন্যদিকে সাধারণ জনগণসহ গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর ওপর দমন পীড়ন চালায় এবং খুনী, অপহরণকারী দাগী সন্ত্রাসীদের রক্ষা ও লালন পালন করে। তিনি অবিলম্বে রুই খই মারমার চিহ্নিত খুনী অনিল চাকমাসহ বোরখা দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বোরখাদের সাথে লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার: জনতার তিরস্কার

বর্মাছড়ির লোকজন জানান, ৮ ফেব্রুয়ারী থেকে সেনা সদস্য ও বোরখা দুর্বৃত্তরা এক সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোরখাদেরকে খিরাম আর্মি ক্যাম্পে জামাই আদর দিয়ে রাখা হয়েছে এবং খিরাম বাজারে অবস্থিত আর্মিদের অনির্বাণ ক্লাবটি বোরখাদেরকে তাদের দুষ্কর্ম চালানোর জন্য দেয়া হয়েছে।

সেনারা বোরখাদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে লোকজনকে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী তারা সুন্দর মোহন চাকমার বাড়ি তল্লাশী করে। এ সময় শ্যামল নামে এক বোরখা দুর্বৃত্ত সুন্দর চাকমার স্ত্রীর মোবাইল ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারী সেনা সদস্যরা বোরখাসহ ভুলুপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরে হানা দেয়। এ সময় তারা মন্দিরের দরজা ভেঙে ফেলে এবং ভেতরে তল্লাশীর নামে বিহার অপবিত্র করে দেয়। তারা গ্রামের দোকানদার পরিমল চাকমাকে মারতে উদ্যত হয় এবং তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে।

বোরখা দুর্বৃত্তদের স্বয়ং লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কঃ সালাউদ্দীন আল মুরাদ মদদ দেন, এলাকার জনগণের কাছে এটা এখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী তিনি কয়েকজন বোরখা সন্ত্রাসীকে সাথে নিয়ে বর্মাছড়ি বাজারে যান। লেঃ কর্ণেল মুরাদকে বোরখা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখে পাহাড়ি নারীরা তাকে তিরস্কার করেন। তিনি কেন বোরখাদের মতো গরু চোর, ডাকাত ও আজে বাজে লোকদের নিয়ে ঘুরাফেরা করছেন তা তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এর উত্তর দিতে না পেরে দ্রুত সরে পড়েন। নারীরা তাকে চিৎকার করে "পাগল পাগল" বলেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন।

বোরখা দুর্বৃত্তদের মদদ ও আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে সরকার হয়ত সাময়িকভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এতে লক্ষীছড়িতে কর্মরত সকল সেনা সদস্য এবং ব্যক্তিগতভাবে লেঃ কঃ সালাউদ্দীন আল মুরাদের মত এক পদস্থ কর্মকর্তা জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। ফলে গোটা সেনাবাহিনীই দিন দিন সাধারণ জনগণের কাছে ঘৃণা ও উপহাসের পাত্রে পরিণত হচ্ছে। এতে আগামীতে পথে-ঘাটে সেনা সদস্যদের ছিঃ ছিঃ করে তাদের মুখের ওপর কেউ থু থু ফেলে দিলে মানুষকে দোষ দেয়া যাবে না। কারণ তার পরিবেশ তৈরি করছে লেঃ কর্ণেল মুরাদের মত সেনা কর্মকর্তা। চুরি, ডাকাতিসহ জঘন্য অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত বোরখাদের সাথে তার মাখামাখি সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠানটিকে বিতর্কীত করে তুলতে বাধ্য, কথায় বলে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। ২০০৯ সালে তৎকালীন লক্ষীছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কঃ শরীফুল ইসলাম সমাজের আবর্জনাসম একপাল দুর্বৃত্তকে জড়ো করে ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। শরীফুলের নির্দেশেই বোরখা সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ নেতা রুই খই মারমাকে গুলি করে হত্যা করে।

বোরখাদের লেলিয়ে দিয়ে সেনা কর্তৃপক্ষের মাথা মোটা ব্যক্তিরা যদি জনগণের আন্দোলনকে দমনের পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে বলতে হবে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। তাদের উচিত অতীত এবং নিজেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া। পাকিস্তানীরা রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস ইত্যাদি সৃষ্টি করেও ১৯৭১ সালে এদেশের জনগণের মুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে রাজাকারের আদলে বোরখা পার্টিকে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে মজা লুটতে চাইলে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আন্দোলনকে বোরখা সন্ত্রাসী দিয়ে কখনোই দমন করা যাবে না, যেমন অতীতে মুখোশ বাহিনী, টাইগার বাহিনী, লায়ন বাহিনী দিয়ে দমন করা যায়নি। প্রবল গণজোয়ারে সেই সব ঠ্যাঙারে গুণ্ডা বাহিনী খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। বোরখা দুর্বৃত্তদেরও একই পরিণতি অপেক্ষা করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। জনগণের শক্তি অপরাজেয়।

যুগান্তর সম্পাদকীয়

রোববার, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাত

পার্বত্য এলাকায় সংঘাতের ঘটনা ঘটেই চলেছে। রাঙামাটির লংগদু উপজেলায় পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ১৮ ফেব্রুয়ারী সদর উপজেলার কুতুকছড়িতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) আহূত বিক্ষোভ মিছিলে গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি) ও নিরাপত্তা বাহিনী হামলা চালালে দুই পক্ষে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আগের দিন এক বাঙালির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। এ ঘটনার রেশ ধরে লংগদু উপজেলার দুটি ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়িদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ২২টি বাড়ি পুড়ে যায়। বাঙালিরাও দাবি করে, তাদের চারটি তামাক চুল্লিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে পাহাড়িরা বিক্ষোভ-সমাবেশের ডাক দেয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি কুতুকছড়ি বাজার মাঠে ইউপিডিএফ সমর্থিত সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সমাবেশ করে। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বাজারের চারদিক প্রদক্ষিণ করার সময় ভিডিপি সদস্যরা বাধা দিলে সংঘর্ষ বাধে। নিরাপত্তা বাহিনী ও ভিডিপি সদস্যরা ইউপিডিএফের কুতুকছড়ি অফিস বন্ধ করে দেয়। তার আগে সেনা সদস্যরা অফিস থেকে সংগঠনের দলিলপত্র, বই, হ্যান্ডমাইক ইত্যাদি নিয়ে যায়। ঘটনার পর পাহাড়ি-বাঙালি সংঘাত নিরসনে ও এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উভয় পক্ষের নেতাদের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাঙামাটির লংগদু উপজেলায় সংঘটিত সংঘর্ষ ও শৃংখলা বাহিনীর আচরণের সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে অবশ্য এবং তাকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। আমরা চাইব, নির্দিষ্ট সময়েই কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে ও তার ভিত্তিতে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। অভিযোগ উঠেছে, রাঙামাটি জেলা প্রশাসন ইউপিডিএফ অফিসে তালা লাগিয়েছে। ইউপিডিএফ জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রশাসনের এ আচরণকে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট এবং সংবিধান ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমরাও মনে করি, পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন দেয়া ও তাদের সংগঠনের অফিস বন্ধ করা সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। পাহাড়ি সম্প্রদায় তথা বিভিন্ন আদিবাসী এদেশেরই নাগরিক এবং তারা সংবিধানে বর্ণিত সব অধিকার ও সুবিধা ভোগ করার যোগ্য। কিন্তু তাদের এ অধিকার কেতাবে থাকলেও বাস্তবে অনুপস্থিত। পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধ দীর্ঘদিনের। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও তা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। মাঝখানে চারদলীয় জোট ও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার মিলে প্রায় আট বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার আবার ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় আসার পরপরই সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, শান্তিচুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। কিন্তু দুই বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও ঘোষণাটি বাস্তব রূপ পায়নি। বর্তমান বিশ্বে আর কোন দেশে জাতি-উপজাতি বিরোধ একটা সাংঘর্ষিক অবস্থায় রয়েছে বলে জানা নেই। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়-পর্বত যেমন আমাদের সম্পদ, সেখানকার আদিবাসীও আমাদের স্বজন। একই ভূখণ্ড, একই মানচিত্র, একই পতাকার অধিকারী দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন ধরনের বিভেদ কাম্য নয়। পাহাড়িরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য নিয়ে জীবন ধারণ করবে, ভূমি সন্তান হিসেবে ভূমির ওপর থাকবে তার অধিকার -- এ স্বাভাবিকতায় বাধাদান সভ্যতার লক্ষণ নয়। আমরা চাই, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে সেটেলার বাঙালি ও পাহাড়িদের বিরোধ ও বিরাজিত সমস্যাগুলো দূর করতে এগিয়ে আসবে সরকার অচিরেই।

২য় বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৯ মার্চ ২০১১ ॥ জাতীয় ডাক

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

॥ খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ॥

৮ মার্চ ১০১তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে সকাল ১০:৩০টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে মাঠে এক নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহসভাপতি চন্দনী চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন রীনা দেওয়ান, সুধীর চাকমা ও আপ্রুসি মারমা। এছাড়া সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য এম এম পারভেজ লেলিন। সভা পরিচালনা করেন এ্যাচিং মারমা। সমাবেশ শেষে র‌্যালী বের করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, পাহাড়ি নারীদের সেটলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ, নির্যাতন ও হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার জন্য বক্তারা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা সকল ধরনের নারী নির্যাতন বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারপূর্বক সেনা শাসনের অবসান, কল্পনা চাকমার অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকার ও জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নারী পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

দিবসটি উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি এবং রাঙামাটির বাঘাইছড়ি ও কুদুকছড়িতেও সমাবেশ ও র‌্যালীর আয়োজন করেছে।

পানছড়িতে সকাল ১১টায় কলেজ গেটের বৌদ্ধমন্দিরে সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ গেট এলাকার মুরুব্বী ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের গ্রাম কমিটির আহ্বায়ক সেবিকা চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অর্পণ চাকমা, বরুণ চাকমা, হরিকমল ত্রিপুরা, তনং পুজগাঙ ইউনিয়নের মেম্বার অনিল চাকমা, টিএন্ডটি এলাকার মুরুব্বী ইন্দ্রারাণী ত্রিপুরা, কালানাল গ্রামের মুরুব্বী স্নেহ কুমার ত্রিপুরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকা চাকমা এবং উপস্থাপনা করেন মাত্রী চাকমা।

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে সকালে এক র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালীটি বাবু পাড়া কমিউনিটি সেন্টার থেকে শুরু হয়ে উপজেলা মাঠ ও মারিশ্যা বাজার ঘুরে আবার কমিউনিটি সেন্টারে এসে শেষ হয়। এরপর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক শর্মিলা চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন অঙ্গন চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক অটল চাকমা, দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি আলো জীবন চাকমা ও সাজেক নারী সমাজের প্রতিনিধি কৃপারাণী চাকমা।

বাধার মুখে রামগড়ে ইউপিডিএফ-এর একযুগপূর্তি পালিত

সেনাবাহিনীর বাধার মুখে ২৬ ডিসেম্বর রামগড়ে ইউপিডিএফ-এর একযুগপূর্তি পালিত হয়েছে।

উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের পরশুরাম ঘাটের বুদ্ধধন কার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাঠে বিপ্লবী সংগীত বাজিয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে সকালের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকাল ৭টায় সকল শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে শহীদ পরিবার, ইউপিডিএফ, পিসিপি, ডিওয়াইএফ ও এইচডব্লিউএফ-এর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। এসময় শহীদদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর সকাল ৮টার দিকে সেনারা প্রোগ্রামের স্থান ঘিরে ফেলে। সেনারা গ্রামে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায় এবং দুই ব্যক্তিকে মারধর করে। এরা হলেন, সোনামনি চাকমা (১৭) পিতা-দয়ামনি চাকমা, গ্রাম-ইন্দ্রমণি কার্বারী পাড়া ও বাবু মারমা, পিতা- পম্বা মারমা, গ্রাম-নবদ্বীপ কার্বারী পাড়া। পরে সেনারা প্রোগ্রাম স্থল থেকে মাইকের হর্ণ, জাতীয় পতাকা ও ইউপিডিএফ-এর পতাকা খুলে নিয়ে যায়। সেনারা সারাদিন সেখানে অবস্থান করায় উক্ত স্কুল মাঠে বিকালে আলোচনা সভা করার কথা থাকলেও স্থান পরিবর্তন করতে হয়।

বিকাল ৩টার সময় পরশুরাম ঘাটে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ-এর লক্ষ্মীছড়ি-মানিকছড়ি এলাকার প্রধান সংগঠক সচিব চাকমা।

এছাড়াও আলুটিলাসহ মাটিরাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সেনারা উত্তোলিত পার্টি পতাকা ও ফেস্টুন তুলে নিয়ে যায়।

মারিশ্যায় আলোচনা সভা

২৬ ডিসেম্বর ইউপিডিএফ-এর একযুগপূর্তি উপলক্ষে মারিশ্যায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম রূপকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ-এর মারিশ্যা এলাকার প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমা। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর দিঘীনালা উপজেলার সংগঠক উদয় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর বাঘাইছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক শর্মিলা চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমা, বাঘাইছড়ি এলাকার মুরুব্বী শশী কিরণ চাকমা ও জ্ঞানজিৎ চাকমা। আলোচনা সভায় তিন শতাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

যুব ফোরাম নেতা মাইকেল চাকমা গ্রেফতার

গত ৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের পাহাড়তলির সাগরিকা রোডের বনিকপাড়া থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য সচিব মাইকেল চাকমাকে র‌্যাব সদস্যরা গ্রেফতার করে।

সন্তু গ্রুপের দুই সদস্য কানন চাকমা ও রাজু চাকমা তাকে আটকিয়ে রেখে তার ব্যাগে পিস্তল ও ইয়াবা ট্যাবলেট ঢুকিয়ে দেয় এবং পরে র‌্যাবকে এনে ধরিয়ে দেয়।

তাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ ও মুক্তির দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দীঘিনালা, মহালছড়ি ও কাউখালিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

মাইকেল চাকমাকে বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলে আটক রাখা হয়েছে। এর আগে তিনি আরো বেশ কয়েকবার জেলে আটক ছিলেন।

লক্ষ্মীছড়িতে জেএসসি পাশ করা

১ম পাতার পর

কয়েক মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করে চলে যাবে বললে সেনারা তাতে রাজী হয়নি এবং উপস্থিত লোকজনের ওপর বেধড়ক লাঠিপেটা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে অনেকে আহত হয়। এক পর্যায়ে নারীরা সেনাদের অন্যায় বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন এবং "বিয়ং" (পাহাড়ি মেয়েদের কোমর তাঁতের সরঞ্জাম) দিয়ে আর্মিদের ওপর পাল্টা আঘাত হানেন। এতে লক্ষ্মীছড়ি জোন কমান্ডার সালাউদ্দীন আল মুরাদসহ আরো কয়েকজন সৈন্য আহত হন। দুর্দান্ত পাহাড়ি নারীদের সাহসী প্রতিরোধের মুখে সেনারা পশ্চাদপসরণের জন্য ৮ রাউন্ড ফায়ার করতে বাধ্য হয়। নারীদের পাল্টা আক্রমণের সময় অনেকে সেনা সদস্যের মাথা থেকে টুপি ও কাঁধ থেকে বন্দুক মাটিতে পড়ে যায়। পরে তারা সেগুলো কোন রকমে তুলে পালিয়ে যায়।

ফায়ার হলে উপস্থিত জনতা পিছু হটে যায় এবং এ সুযোগে সেনারা দ্রুত সরে পড়ে।

আহতদের মধ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমাও রয়েছেন।

ইউপিডিএফ লক্ষ্মীছড়ি ইউনিটের সংগঠক শুক্র চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ক্যহ্লাচিং মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রেমিন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি রিকু চাকমা এক যৌথ বিবৃতিতে উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তারা বলেন, আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল প্রকার নাগরিক অধিকার সেনাবাহিনীর বুটের তলায় পিষ্ট। পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান পর্যন্ত আয়োজন করা যায় না। লংগুদু হামলার মতো সাধারণ লোকজনের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও কোন প্রতিবাদ করা যায় না। উগ্র বল প্রয়োগ করে কিংবা নানা ষড়যন্ত্র করে এসব গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীগুলো ভন্ডুল করে দেয়া হয়।

তারা আরো বলেন, এটা আজ স্পষ্ট সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। তাদের এই চক্রান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ প্রতিহত করবে।

পরদিন দু'একটি পত্রিকায় উক্ত ঘটনাটি ভিন্নভাবে প্রচার করা হয়। বলা হয়, পুলিশের সাথে পিসিপির সংঘর্ষ হয়েছে এবং পরে সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ঘটনার এই রূপ ব্যাখ্যা হলো একটা ডাহা মিথ্যা। সম্বর্ধনাস্থলে পুলিশ আদৌ যায়নি, সুতরাং রিপোর্টে বলা হলেও কোন পুলিশ সদস্য আহত হওয়ার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। জোন কমান্ডার লেঃ কঃ সালাউদ্দীনসহ সেনা সদস্যরা যেভাবে সেদিন জনতার হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন সেটা ঢাকার জন্যই সেনারা তাদের বশংবদ সাংবাদিকদের দিয়ে ভিন্নভাবে রিপোর্টটি ছাপিয়েছে। তবে যেই হোক, সালাউদ্দীন সাহেবের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা হওয়া উচিত। সবকিছু গায়ের জোরে করার চেষ্টা করলে এভাবেই ইজ্জত হারাতে হয়।

লংগুদু হামলার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২২ ফেব্রুয়ারী লেখা এক চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন লংগুদু হামলা তদন্তের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে।

ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে কমিশন লিখেছে: লংগুদু হামলার প্রতিবাদ করায় আর্মিরা কুদুকছড়িতে বাড়িঘরে হানা দিয়ে লোকজনকে মারধর করছে ও বাঘাইহাটে সাজেক হামলার বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

"সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী - যারা জাতিসংঘের বিশ্ব শান্তিরক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে -- এই বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে সেটলারদের সাথে যোগসাজশে পাহাড়িদের ওপর বার বার হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠায় কমিশন অত্যন্ত চিন্তিত।"

পানছড়িতে সেটলার কর্তৃক এক শিশু ধর্ষণের শিকার

বিলম্বে পাওয়া খবরে জানা গেছে, গত ৭ ডিসেম্বর ২০১০, বেলা ১:৩০টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার লক্ষীরাম পাড়ায় এক পাহাড়ি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। শিশুটির নাম আশাধন চাকমা (৬), পিতা চান্দু চাকমা। ধর্ষণকারী সেটলার বাঙালির নাম মো: মহিউদ্দিন (১৬) পিতা-মো: জনাব আলী, গ্রাম- জিয়া নগর, পানছড়ি। ধর্ষিত শিশুটিকে পানছড়ি উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। জানা যায়, ঘটনার দিন মহিউদ্দিন ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের খোঁজে লক্ষীরাম পাড়ায় ঢুকে। এ সময় পথে শিশুটিকে একা পেয়ে সে ধর্ষণ করে। এ সময় ২য় পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিটের উদ্যোগে ২৬ ডিসেম্বর বিকেলে চেরাগী পাহাড়স্থ কদম মোবারক উচ্চ বিদ্যালয়ের ইসলামাবাদী মেমোরিয়াল হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউপিডিএফ-এর এক যুগ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ নেতা শান্তি দেব চাকমা। সভার শুরুতে সন্তু লারমার সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক হামলার শিকার হয়ে পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্যামল চাকমাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা ও শ্যামল চাকমা। সভা পরিচালনা করেন যুব নেতা সুধীম চাকমা।

বক্তারা বলেন, '৯৮ সালে জন্ম নেয়া ইউপিডিএফ বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধান আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে। ইউপিডিএফ-এর এই বিকাশের মাধ্যমেই প্রমাণ হয়েছে যে, পার্বত্য চুক্তি পাহাড়ি শান্তি আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

বান্দরবানে দুই পাহাড়ি মেয়ে ধর্ষণের শিকার

বান্দরবানের নাক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের বরইতলি এলাকায় দুই তঞ্চঙ্গ্যা কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করা হয়েছে। গত ৪ মার্চ রাতে বরইতলি এলাকা থেকে ৬ জন বাঙালি যুবক তাদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় হলুদিয়া পাতাবাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে বন্দী রেখে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী ওই দুই কিশোরীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

পরদিন সকালে স্থানীয় লোকজন তাদেরকে ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার করে, তবে ঘটনাস্থল থেকে ধর্ষকদের মধ্যে জসিম (২৫) ও জাহেদকে (৩০) ধরার পরও ছেড়ে দেয়। তাদের দু' জনের বাড়ি উখিয়ার পাতাবাড়ি এলাকায়। অন্য চার জন ধর্ষণকারীর নাম আল সালাম, আব্দুল রহিম, মোঃ হারুন ও মোঃ জসিম।

জানা যায়, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমঘুম ইউনিয়নের দুর্গম বরইতলি থেকে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার পাতাবাড়ি এলাকায় মেলা দেখতে যায়। রাতে ওই মেলা থেকে ফেরার পথে তাদেরকে অপহরণ করা হয়।

ধর্ষিতার পিতা মংচিথোয়াই তঞ্চঙ্গ্যা জানান এ ব্যাপারে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় একটি অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হবে।

নান্যাচরে পিসিপি রাঙামাটি

৭ম পাতার পর

বিলাস চাকমা নান্যাচর কলেজের একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

উল্লেখ্য, এর আগে গত বছর ২৩ আগস্ট সেনা সদস্যরা একবার তাকে আটক করেছিল। এ সময় তিনি সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে অংশগ্রহণ করছিলেন। অবশ্য এর কয়েকদিন পর রাঙামাটির আদালত তাকে ছেড়ে দেন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক অলকেশ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ঝন্টু চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে বিলাস চাকমাকে আটকের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করে বলেন, সেনাবাহিনী কর্তৃক সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার হরণ বন্ধ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক গণবিস্ফোরণ সৃষ্টি হবে। তখন তার দায়দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে

১ম পাতার পর

তুলে ধরেছিল। সে পর থেকে প্রত্যেক সরকারের আমলে উক্ত দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কোন সরকারই এ সকল দাবিনামা বাস্তবায়ন না করায় এই কাশ বর্জন কর্মসূচি পালন করা হলো।

খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট হাইস্কুল, ভাইবোনছড়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ অধিকাংশ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ছিল খুবই কম এবং অনেক স্কুলে কোন ছাত্র-ছাত্রীই উপস্থিত হয়নি। এছাড়া দিঘীনালা উপজেলায় দিঘীনালা কলেজ, দিঘীনালা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বাবুছড়া প্রাথমিক বিদালয়, বড়াদাম প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অনেক স্কুল; পানছড়ি উপজেলায় পানছড়ি ডিগ্রি কলেজ, লোগাং উচ্চ বিদ্যালয়, পানছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, করল্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অধিকাংশ স্কুল; মহালছড়ি উপজেলায় মহালছড়ি কলেজ, সিঙ্গিনালা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মহালছড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, লেমুছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, মাইসছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, সিঙ্গিনালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অধিকাংশ স্কুল; মানিকছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি কলেজ, মানিকছড়ি কলেজিয়েট স্কুলসহ পাহাড়ি অধ্যুষিত সকল স্কুল; মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়, বাইল্যাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, বাইল্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অনেক স্কুল; রামগড় উপজেলার কালাপানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ পাহাড়ি অধ্যুষিত স্কুল এবং লক্ষীছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা কাশে অনুপস্থিত থেকে স্বত:স্ফুর্তভাবে ক্লাশ বর্জন কর্মসূচি পালন করে।

রাঙামাটি

রাঙামাটি জেলার সদর উপজেলার বড় মহাপ্রুম উচ্চ বিদ্যালয়, সাপছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষি কলেজ, বড় মহাপ্রুম কিন্ডার গার্টেন স্কুলসহ অধিকাংশ স্কুল কলেজে কাশ বর্জন কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়া কাউখালী উপজেলায় কাউখালী কলেজ, পোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, লেবারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ অধিকাংশ স্কুল; নান্যাচর উপজেলায় নান্যাচর কলেজ, নান্যাচর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নান্যাচর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ উপজেলার অধিকাংশ স্কুল; জুরাছড়ি উপজেলায় জুরাছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, পানছড়ি ভুবন জয় মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নয়ামোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অধিকাংশ স্কুল; বাঘাইছড়ি উপজেলায় কাচালং কলেজসহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশে অনুপস্থিত থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাশ বর্জন কর্মসূচি পালন করে।

পিসিপি নেতা আটক

আজ সকাল ১০টার সময় রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলায় পিসিপি'র ক্লাশ বর্জন কর্মসূচি সফল করার জন্য নান্যাচর কলেজে যাবার পথে নান্যাচর জোনের সেনারা পিসিপি নান্যাচর কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শুভ্র চাকমা, অর্থ সম্পাদক মিটন চাকমা ও নান্যাচর থানা শাখার সদস্য নরেন চাকমাকে বিনা কারণে গ্রেফতার করে। এছাড়া সুবলং থেকে নোয়াদাম জুনিয়র হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সুমন চাকমা (১৭) পিতা- বিমল চাকমা, বরুণাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র উজ্জ্বল চাকমা (১৪) পিতা সাধন চাকমা ও কাট্টলী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শুভ চাকমা (১৭) পিতা মহাবাহু চাকমাকে সেনাবহিনী আটক করে সুবলং ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সুবলং ক্যাম্পের কমান্ডার লে. মাসুদ রানার নেতৃত্বে তাদেরকে আটক করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা স্বত:স্ফুর্তভাবে কাশ বর্জন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত এ দাবি পূরণ হবে না ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রাম চলবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তিনি অবিলম্বে সকল জাতিসত্তার নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করাসহ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উত্থাপিত ৫ দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে আগামীকাল ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অংগ্য মারমা সেনাবাহিনী কর্তৃক নান্যাচর থেকে পিসিপি'র চার নেতা এবং সুবলং থেকে তিন স্কুল ছাত্রকে আটকের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উত্থাপিত ৫ দফা দাবিনামা হচ্ছে: ১. পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, ২. স্কুল- কলেজের পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তার প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য বাদ দিতে হবে, ৩. পাহাড়ি জাতিসত্তার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী ও সঠিক সংগ্রামী রাজনৈতিক ইতিহাস স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, ৪. বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত সঠিক তথ্য সম্বলিত পরিচিতিমূলক রচনা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, ৫. পার্বত্য কোটা বাতিল করে পাহাড়িদের জন্য বিশেষ কোটা চালু করতে হবে।

সাজেক-খাগড়াছড়িতে সেটলার

১ম পাতার পর

সেনা-সেটলার হামলার ১ম বার্ষিকী উপলক্ষে হামলায় নিহত-আহতদের স্মরণে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়েছে। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের হংড বৌদ্ধ বিহার, শিবলী বৌদ্ধ বিহার, উপালি বৌদ্ধ বিহার, দশবল বৌদ্ধ বিহার এবং ধর্মপুর বনবিহার, মহালছড়ি উপজেলার দূরপুয্যানালা জ্ঞানোদয় বনবিহার, লেমুছড়ি ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার, বদানালা সাধনা বৌদ্ধ বিহার ও মাইসছড়ি বৌদ্ধ শিশুঘর বিহার এবং পানছড়ি, দিঘীনালাসহ অন্যান্য উপজেলার বিভিন্ন বিহারে হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

এছাড়া, রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলার রত্নাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহার, শনখোলা পাড়া বিনয় রত্ন বৌদ্ধ বিহার, বড়পুল পাড়া শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার, দক্ষিণ মরাচেঙ্গী মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার, গর্জনতলী শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার, জখনাতলী চিত্তানন্দ বৌদ্ধ বিহার, বন্দুকভাঙার ভারবোচুগ বন বিহার ও লিক্যাংছড়া বৌদ্ধ বিহারসহ অন্যান্য উপজেলার বিভিন্ন বিহারে হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়।

জমি বেদখল প্রচেষ্টার প্রতিবাদে

শেষ পাতার পর

শ্রেণী ৮ম। প্রথম জনের বাড়ি হাজাছড়ি ও বাকি চার জনের গ্রাম দজর পাড়া। তারা সবাই বেতছড়ি জেনারেল ওসমানী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র।

অন্য এক ঘটনায় দুপুর বারটার দিকে বেতছড়িতে সেটলাররা পিন্টু লাল চাকমা (৩২) পিতার নাম পোত্যে মনি চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে বেদম মারধর করে। তিনি নান্যাচরের নাদেঅং (লাঙেলপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা। গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় তিনি পায়ে হেঁটে ডাক বাংলা থেকে মাইসছড়িতে তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। সেটলাররা তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন সেট, টাকা পয়সা ও কাপড় চোপড় কেড়ে নেয়।

সেটলাররা দীর্ঘ দিন ধরে চৌদ্দ মাইল এলাকায় পাহাড়িদের মালিকানাধীন আনুমানিক ১০০ একর জমি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রায় সময় তারা ওই জমি থেকে পাহাড়িদের গাছ বাঁশ কেটে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেও কোন কাজ হয় না। কারণ সেটলাররা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সমর্থন ও উস্কানি পেয়ে থাকে। আজ এ ব্যাপারে নান্যাচর ইউএনও'র অফিসে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পাহাড়ি ও বাঙালিদের নিয়ে সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটলাররা সমঝোতা লঙ্ঘন করে উক্ত জমি জোরপূর্বক দখলের উদ্দেশ্যে গতকাল গৃহ নির্মাণ সামগ্রী জড়ো করলে পাহাড়িরা প্রতিবাদস্বরূপ ওই সভা বর্জন করে। জানা গেছে, জনপ্রতিনিধিরাও উক্ত সভায় উপস্থিত থাকেননি।

ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের অন্যতম সংগঠক অলকেশ চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা ছাত্রসহ নিরীহ পাহাড়িদের মারধর ও গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা অবিলম্বে চৌদ্দ মাইলসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বন্ধ ও ইতিপূর্বে বেদখলকৃত জমি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান।

তারা বলেন, সেনাবাহিনী ও সেটলারদের উগ্র সাম্প্রদায়িক একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সারা দেশের জনগণকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

নান্যাচরে সেনাবাহিনী কর্তৃক দু' ব্যক্তি মারধরের শিকার

। রাঙামাটি প্রতিনিধি ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী নান্যাচর উপজেলার সোনারাম কার্বারী পাড়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই ব্যক্তি মারধরের শিকার হয়েছেন। এরা হলেন শান্তি চাকমা (৩২) পিতা রাজ মোহন চাকমা ও তার ভাই বিমল কান্তি চাকমা (২৫)।

সূত্র জানায়, গতকাল ২৭ ফেব্রুয়ারী নান্যাচর সেনা জোন থেকে ২৫-৩০ জনের একদল সেনা উপজেলার ত্রিপুরাছড়ি গ্রামে অপারেশনে যায়। সেখানে সারারাত অবস্থান করার পর পরদিন আনুমানিক ৯টার সময় সেনারা সোনারাম কার্বারী পাড়ায় যাবার পথে গাছ বহনকারী উক্ত দু'ব্যক্তিকে নাগাল পায়। সেনারা তাদেরকে ধরে তাদের সাথে নিয়ে যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের দু'জনকে আলাদা করে।

শান্তি চাকমাকে পাশে নিয়ে গিয়ে "তোমাদের বন্দুক কোথায়, তোমাদের সাথে আরো কারা কারা আছে" ইত্যাদি আবোল তাবোল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। এক পর্যায়ে সেনারা তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে তিনি ভয়ে পালিয়ে যান। এরপর সেনাদের সমস্ত ক্ষোভ বিমল কান্তি চাকমার উপর পড়ে। সেনারা তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে বেদম মারধর করে। পরে তাকে ছেড়ে দিলেও পরদিন অর্থাৎ ১ মার্চ শান্তি চাকমাকে নিয়ে জরপ্যা পাড়া ক্যাম্পে হাজির হতে নির্দেশ দেয়। হাজির হতে ব্যর্থ হলে পুনরায় তাকে আটক করা হবে বলেও হুমকি দেয়। বিমল কান্তি চাকমার হাত-পাসহ সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

নান্যাচরে পিসিপি রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমা আটক

। নান্যাচর প্রতিনিধি ।

গত ৫ মার্চ, শনিবার, সকাল আনুমানিক পৌনে ৯টার সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা নান্যাচর উপজেলার টিএন্ডটি বাজার থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি বিলাস চাকমাকে আটক করেছে।

প্রথমে নান্যাচর জোনের এনসিও শাহেদ কথা আছে বলে বিলাস চাকমাকে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে যায়। এরপর নান্যাচার জোন থেকে গাড়িতে করে আর্মিরা এসে তাকে আটক করে। ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রাম সফররত এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল টিমের সাথে ইউপিডিএফ প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ

গত ৫ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফররত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর একটি টিমের সাথে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাত হয়েছে।

এ সময় এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক গবেষক আব্বাস ফয়েজ, এন্ট্রি ইরুয়েটি, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক মো: নূর খান ও ফাহমিনা রহমান। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, কেন্দ্রীয় সদস্য উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, খাগড়াছড়ি উপজেলা সমন্বয়ক কালোপ্রিয় চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান।

সাক্ষাতকালে ইউপিডিএফ প্রতিনিধিবৃন্দ এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সফরকারী দলের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত গণতান্ত্রিক ও সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। খাগড়াছড়িতে সভাসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইউপিডিএফ-কে গণতান্ত্রিকভাবে কার্যক্রম চালাতে দেয়া হচ্ছে না, সম্প্রতি কুদুকছড়িস্থ রাঙামাটি জেলা ইউনিট কার্যালয়সহ পার্টির বেশ কয়েকটি শাখা অফিস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং লক্ষীছড়িতে "বোরখা পার্টি" নামে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপকে ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন এমন চরম আকার ধারণ করেছে যে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। হামলা চালিয়ে তা ভন্ডুল করে দেয়া হচ্ছে।

এছাড়া, ভূমি সমস্যা, আঞ্চলিক পরিষদ এবং পূর্ণস্বায়ত্তশাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে এ্যামেনেস্টির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের আলোচনা হয়।

পরে এ্যামনেস্টি প্রতিনিধির কাছে নেতৃবৃন্দ একটি লিখিত বিবৃতি দেন যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধসহ ৬ দফা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের কাছে দাবি জানাতে অনুরোধ করা হয়। এ পদপেগুলো হলো: পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা; সভা-সমাবেশের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া ও ইউপিডিএফ-এর ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ করা; হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে লংগদু হামলার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেয়া, অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা এবং ক্ষতিগ্রস্তদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা; ভূমি বেদখল বন্ধ করা, বেদখলকৃত জমি ফেরত দান ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দেয়া; সেটলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণে রাজী হওয়া; এবং; সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া।

এ্যামেনেস্টির প্রতিনিধিবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানান এবং এ ব্যাপারে ইউপিডিএফ-এর কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তারা মিছিল ও সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানান। খবর: প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

২য় বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৯ মার্চ ২০১১ ॥

জাতীয় ডাক

জমি বেদখল প্রচেষ্টার প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি - রাঙামাটি সড়কে অবরোধ, সেনা-সেটলার কর্তৃক নিরীহ ব্যক্তি নির্যাতনের শিকার

॥ রাঙামাটি প্রতিনিধি, ২৩ ফেব্রুয়ারী ॥

রাঙামাটি জেলার নান্যাচরের চৌদ্দ মাইল এলাকায় জমি বেদখল প্রচেষ্টার প্রতিবাদে আজ বুধবার পাহাড়ি গ্রামবাসীরা খাগড়াছড়ি - রাঙামাটি সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ওই সড়কে সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে। শত শত পাহাড়ি নারী পুরুষ এ সময় চৌদ্দ মাইলে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায় ও পাহাড়িদের জমিতে রাখা সেটলারদের গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ধ্বংস করে দেয়।

সকালে সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া করে সত্য চাকমা (২৫) নামে একজনকে গ্রেফতার করে।

এছাড়া নান্যাচর জোনের সেনা সদস্যরা বেতছড়ি বাজারে বেশ কয়েকজন পাহাড়ি স্কুল ছাত্রকে বিনা কারণে মারধর করে। সকাল ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মারধরের শিকার পাঁচ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা হলেন সুকেন চাকমা পিতার নাম ইন্দ্র বিলাস চাকমা, শ্রেণী নবম; দীপন চাকমা পিতার নাম সুমি রঞ্জন চাকমা, শ্রেণী নবম; রিফাইন চাকমা পিতার নাম তরণী রঞ্জন চাকমা, শ্রেণী অষ্টম; ইন্টু চাকম পিতার নাম আনন্দ বিলাস চাকমা, শ্রেণী সপ্তম; ও রিফেল চাকমা পিতার নাম সুমতি রঞ্জন চাকমা, ৭ম পাতায় দেখুন

রামগড়ে নবনির্মিত আর্য্যমিত্র বৌদ্ধ বিহার উৎসর্গ পূণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন

॥ রামগড় প্রতিনিধি ॥

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের পিলেভাঙা পাড়ায় মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে নবনির্মিত বৌদ্ধ বিহার "আর্যমিত্র বৌদ্ধ বিহার" উৎসর্গ, বুদ্ধমূর্তি দান, অষ্টপরিষ্কার দান, সংঘ দান, হাজার বাতি প্রজ্জ্বলন ও আকাশ বাতি (ফানুস) উত্তোলন করা হয়।

ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসারে সকালের পর্বে পঞ্চশীল গ্রহণ, বিহার উৎসর্গ, বুদ্ধমূর্তি দান, অষ্টপরিষ্কার দান, সংঘ দান, ভিক্ষু শ্রমণের পিণ্ডদান ও উপস্থিত শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণের খাবার পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সকালের পর্ব শেষ করা হয়।

বিকাল ২টায় দ্বিতীয় পর্বে ছিল ত্রিশরণ বন্দনা, ভিক্ষু সংঘ বন্দনা ও পঞ্চশীল প্রার্থনা।

মহতি পূণ্যানুষ্ঠানে উদযাপন কমিটির সভাপতি মেমং মারমা ও ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধি দেবদত্ত ত্রিপুরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর ধর্মদেশনা শুরু হয়। দেশনা প্রদান করেন গুইমারা আমতলী বৌদ্ধ বিহারাধ্যক্ষ সংঘরাজ শ্রীমৎ কিলাসা মহাথেরো, তৈকর্মা বিহারাধ্য শ্রীমৎ উইএরা ভান্তে, তিনটহরী আন্তর্জাতিক স্মৃতিধাম ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ গুরু ভান্তে মহাথেরো। বনভান্তের অন্যতম প্রধান শিষ্য ভাইবোনছড়া অরণ্য কুঠিরের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ব্রহ্মদত্ত ভান্তের দীর্ঘ ধর্ম দেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে পঞ্চাশের অধিক পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও ছয় শতাধিক শ্রদ্ধাবান পূণ্যার্থী অংশগ্রহণ করেন। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের ধর্ম দেশনায় উপস্থিত ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকাগণ আনন্দে আপ্লুত হন।

স্বদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পিলেভাঙাসহ সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই দিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পূণ্যার্থী মনি শংকর চাকমা ও অনুপ চাকমা।

কাউখালীতে সেটলাররা ইউপিডিএফ-এর অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে

॥ কাউখালি প্রতিনিধি ॥

গত ২১ ফেব্রুয়ারী দুপুর সাড়ে ১২টার সময় কাউখালীতে সেটলার বাঙালিরা ইউপিডিএফ-এর কাউখালী উপজেলা শাখা অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে।

জানা যায়, ঐদিন ছিল কাউখালী বাজারের হাটবার। সকাল সোয়া ১১টার দিকে কাউখালী সদর থেকে সিএনজি অটোরিক্সা চালক মোঃ সুলতান যাত্রী আনতে শামুকছড়িতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ওসমান গণি খন্দকারসহ কাউখালী কলেজের কয়েকজন বাঙালি ছাত্র অটোরিক্সাটি থামিয়ে ড্রাইভারকে তাদেরকে কলেজে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। ড্রাইভারটি তাদের কথা না শুনলে বাঙালি ছাত্ররা অসন্তুষ্ট হয় এবং ড্রাইভারকে হুমকি দেয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় দু'জন পাহাড়ি ছাত্র (মারমা) তাদের মধ্যেকার সৃষ্ট ঝগড়া মিটমাট করে দিতে এগিয়ে আসলে বাঙালি ছাত্ররা তাদের সাথেও ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে একজন পাহাড়ি ছাত্রকে মারধর করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাউখালী কলেজে পাহাড়ি ও বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে কিছুটা বাক বিতণ্ডার এক পর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিতভাবে সেটলার বাঙালিরা দুপুর ১২:৩০ টার দিকে ইউপিডিএফ-এর কাউখালী উপজেলা শাখা অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে অফিস সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে অফিসে গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আসবাবপত্রসহ সকল জিনিষপত্র পুড়ে যায়। অফিস পুড়ে দেয়ার সাথে জড়িত কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলো- ওসমানগণি, মোহাম্মদ আলী, শিপন, রুবেল, সোহাগ, আনোয়ারুল, জয়নাল, আব্দুল্লাহ, আখতার ও সোহেল।

সেটলার বাঙালিরা অফিস পুড়ে দিয়েও ক্ষান্ত না হয়ে বাজারে আসা লোকজনের উপর হামলা চালিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চালায়। সেটলারদের হামলায় আহত কয়েকজন হলেন, রেদি মারমা (৫০) পিতা- থৈঅং মারমা, গ্রাম- হারাঙ্গী পাড়া, থৈয়াঅং মারমা (৪৫) পিতা- মৃত. অজ্ঞাত, গ্রাম- কচুখালী, পাইখু মারমা (৬০) স্বামী- উলাঅং মারমা, গ্রাম খিলাছড়ি। এর মধ্যে রেদি মারমা কাউখালী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকীরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন।

ঘটনার পর উপজেলা প্রশাসন একটি জরুরী সভা আহ্বান করে যেখানে ইউপিডিএফ-কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২:৩০টায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ইউপিডিএফ-এর প্রতিনিধিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি অংগ্য মারমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাউখালি ইউএনও গোলাম মোস্তফা, ঘাগড়া জোন কমান্ডার হাসান, ওসি শ্যামল কান্তি বড়ুয়া, কাউখালি উপজেলা চেয়ারম্যান অংচোপ্রু চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান অর্জুন মনি চাকমা, ঘাগড়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ খোকন, কলমপতি ইউপি চেয়ারম্যান ক্যজাই মারমা ও জেলা পরিষদ সদস্য অংসো প্রু মারমা।

মিটিঙে ইউপিডিএফ প্রতিনিধি অংগ্য মারমা ঘটনার বর্ণনা দেন এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মিটিঙে উপস্থিত সবাই ইউপিডিএফ-এর অফিস পুড়ে দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, তবে প্রশাসন হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার করেনি।

এর পরদিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত আইন শৃঙ্খলা মিটিঙেও অংগ্য মারমা প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, "আপনারা কেবল পাহাড়িদের গ্রেফতার করেছেন। একজন বাঙালিকেও গ্রেফতার করেননি, যদিও আমাদের ইউপিডিএফ অফিস পুড়ে দেয়ার ঘটনায় ও বাজারে আসা পাহাড়িদের মারধরের সাথে অসংখ্য বাঙালি জড়িত ছিল।"

তিনি অভিযোগ করে বলেন যখন ইউপিডিএফ অফিস পুড়ে দেয়া হয়, তখন পুলিশ নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়েছিল।

অংগ্য মারমা তার বক্তব্যে মিটিঙে উপস্থিত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাদের একপেশে মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে হামলাকারীদের পক্ষ নেয়ার অভিযোগ তোলেন।

তিনি বলেন, তদন্ত রিপোর্ট যদি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ট না হয়, তাহলে পার্টি তা গ্রহণ করবে না।

উক্ত আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মিটিঙে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউখালি উপজেলা চেয়ারম্যান অংসা প্রু চৌধুরী, কাউখালি নির্বাহী অফিসার আবু দাওয়াত গোলাম মোস্তফা, রাঙামাটি রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেঃ জেনারেল নাজিম উদ্দীন, ঘাগড়া জোন কমান্ডার লেঃ কঃ হাসান, টু-আইসি মেজর হামিদ, ক্যাপ্টেন নাজমুল, কাউখালি থানার ওসি শ্যামল কান্তি বড়ুয়া এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতা।

মিটিঙে ব্রিগেড কমান্ডার নাজিম উদ্দীন ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত মন্তব্য করলে অংগ্য মারমা তার উত্তরে বলেন: ছাত্ররা যদি রাজনীতি না করতো তাহলে আজ বাংলাদেশের জন্ম হতো না। পরে ব্রিগেড কমান্ডার তার বক্তব্য থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। বলেন তিনি সেটা বোঝাতে চাননি, তিনি বলতে চেয়েছেন ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত অধ্যয়ন করা।

খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচী, ১৯ ফেব্রুয়ারী

সাজেক হামলার ১ম বার্ষিকীতে খাগড়াছড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

॥ খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি ॥

গত ১৯ ফেব্রুয়ারী সাজেকে পাহাড়ি গ্রামে সেনা-সেটলার হামলার ১ম বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি পালন করেছে।

ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের উদ্যোগে ইউপিডিএফ-এর কার্যলয়ের সামনে সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় আয়োজিত প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতা কর্মিসহ সাধারণ লোকজন অংশগ্রহণ করেন। এতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলার ইউনিটের প্রধান সংগঠক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ও খাগড়াছড়ি সদর ইউনিটের সংগঠক কালোপ্রিয় চাকমা। অনুষ্ঠানে নারী-শিশুসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে দুই শ'র অধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা বলেন, সাজেক হামলার এক বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এখনো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং প্রশাসন এ সকল ব্যক্তিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আবারো সাম্প্রদায়িক হামলা চালানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটি জেলার লংগদুতে পাহাড়িদের দু'টি গ্রামে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা হয়েছে। এছাড়া ১৮ ফেব্রুয়ারী রাঙামাটির কুদুকছড়িতে শান্তিপূর্ণ মিছিলে সেনাবাহিনী ও ভিডিপি সদস্যরা মিলে পাহাড়িদের ওপর হামলা, ভাঙচুর, সাধারণ জনগণকে মারধর ও ব্যাপক লুটপাট করেছে।

তিনি অবিলম্বে সাজেক-খাগড়াছড়ি-লংগদু হামলার সাথে জড়িত সেনা-সেটলারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী সাজেকে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি সদরে পাহাড়িদের গ্রামে সেনা-সেটলাররা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক লুটপাট চালায়। এতে দু'জন নিহত এবং ৫ শতাধিক ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সংসদের চলমান অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন পূর্বক জাতিসত্তার অধিকার প্রদানের দাবি

২৫ জানুয়ারী॥ ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর সাধারণ সম্পাদক রবি শঙ্কর চাকমা আজ এক বিবৃতিতে সংসদের চলমান অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন পূর্বক সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অস্তিত্ব ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধান সংশোধনের নিমিত্ত গঠিত সংসদীয় কমিটির কাছে দেয়া ইউপিডিএফ-এর সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব বাস্তবায়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে মোটেই আন্তরিক নয় অভিযোগ করে তিনি বলেন, মন্ত্রী এমপিদের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার বাকসর্বস্বতায় পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে ভূমি বেদখল, মিটিং মিছিলসহ গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ ও সেনা নির্যাতন আগের মতোই বহাল রয়েছে।

তিনি ইউপিডিএফ-এর দেয়া প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন পূর্বক সংসদে বিল পাশ করার দাবি জানান এবং বলেন, এই আইনের মাধ্যমে পাহাড়ি ভূমি মালিকদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেটলারদের অবৈধ ভূমি দখলকে বৈধতা দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হলে তা জনগণ মেনে নেবে না।